ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 October, 2019 ■ আগরতলা, ২৭ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ৯ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাদলের বিরুদ্ধে সিপিএমের ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে বিজেপি, বিস্ফোরক রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহার মতোই পরিণতি হতে পারে বাদল চৌধুরীর। এমনটাই গন্ধ পাচ্ছে বিজেপি। তাই, সিপিএম বাদল চৌধুরীর সাথে অঘটন ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন বিজেপি কার্যকর্তা রতন লাল নাথ। শুধু তাই নয়, পূর্ত ঘোটালা কান্ডে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বিধায়ক বাদল চৌধুরীর সাথে অঘটন ঘটলে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার দায়ী থাকবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছিলেন। আজ নিজ বাসভবনে বিজেপি কার্যকর্তা রতন লাল নাথ এ-বিষয়ে সিপিএমকে পাল্টা নিশানা করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বাদল চৌধুরীর সাথে অঘটন ঘটতে পারে বলে সিপিএম যেভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে তা যথেষ্ট উদ্বেগের। তাঁর বিস্ফোরক দাবি, অতীতে বিমল সিনহা হত্যার মতোই রাজনৈতিক কারণে অনেক গুপ্তহত্যা সংগঠিত করেছে সিপিএম। তাই, বাদল চৌধুরীর পরিণতিও এমনই হতে পারে বলে বিজেপি গন্ধ পাচ্ছে। কারণ, মুখ বাঁচাতে যে কোন পদক্ষেপ নেওয়া তাদের জন্য অসম্ভব নয়।

এ-বিষয়ে রতন নাথের যুক্তি, বিধানসভায় বাদলবাবু পূর্ত ঘোটালায় তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। অথচ, তদন্ত শুরু হওয়ার পর তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর গ্রেপ্তারি নিয়ে আদালতের রায় ঘোষণা হতে পারে সেই অনুমান থেকেই তিনি নিজেকে আত্মগোপন করেছিলেন এবং শেষ মুহুর্তে সিপিএমের পরামর্শেই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

রতন নাথ বলেন, বাদল চৌধুরীকে আইএলএস-এ ভর্তি করানো সিপিএমের সিদ্ধান্ত ছিল। ওই হাসপাতালে সকলেই তাঁদের পরিচিত। তাই, বাদল চৌধুরীর সাথে যে কোন অঘটন ঘটতে পারে, আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। শ্রীনাথ জানান, এই আশঙ্কাতেই রাজ্য সরকার আইএলএস-কে চিঠি দিয়ে বাদল চৌধুরীর প্রতিদিনের মেডিক্যাল রিপোর্ট জানানোর নির্দেশ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক দিন সংবাদ মাধ্যমেও বাদল চৌধুরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, বাদল চৌধুরীকে নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে কিনা তা বুঝতে পারছি না। তাই, রাজ্য সরকারের কাছে বাদলবাবুর নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছি।

এদিকে, বাদল চৌধুরীকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে অনুমান করে আজ রতন নাথ পূর্ত ঘোটালা কান্ডে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কটাক্ষ, পূর্ত ঘোটালা নিয়ে এখনো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার মুখ খুলেননি। তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বে মন্ত্রিসভা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে-বিষয়ে এখনো তিনি স্পষ্ট করে কিছুই জানাননি। রতন নাথের কথায়, পূর্ত ঘোটালায় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিয়েই যখন প্রশ্ন উঠেছে, তখন এবিষয়ে রাজ্যবাসীর কাছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের প্রক্সি গাড়ি চালকের তান্ডবে রাজপথে ছড়াল চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার রামনগর পুলিশ ফাঁড়ির গাড়ি চালক অপর একজন প্রক্সি গাড়ি চালকের দায়িত্ব দিয়ে লঙ্কাকাণ্ড ঘটালেন। প্রক্সি গাড়ি চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালনার ফলে শনিবার তিনটি যান দুমড়ে মুচড়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কালীপুজার প্যাণ্ডেল ও আলোকসজ্জা নষ্ট হয়েছে এবং অপর এক ব্যক্তি অল্পেতে প্রাণে বেচেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এতোদিন শোনা যাচ্ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলিতে প্রক্সি টিচার দিয়ে ক্লাস চালাতো একাংশ শিক্ষক। এবার প্রক্সি গাড়ি চালক দিয়ে গাড়ি চালানোর ঘটনা প্রকাশ্যে এল রাজধানী আগরতলা শহরের রামনগর পুলিশ ফাঁড়িতে। প্রক্সি গাড়ি চালক গাড়ি চালাতে গিয়ে লঙ্কাকাণ্ড সংগঠিত করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রামনগর পুলিশ ফাঁড়ির সরকারি গাড়ি চালক হল বিনোদ পাল। শনিবার সে রাধানগর এলাকার সৈকত সাহা নামে অপর একজন সাধারণ নাগরিকের হাতে পুলিশ ফাঁড়ির গাড়ির চাবি তুলে দিয়ে গাড়ি চালনোর দায়িত্ব দেয়। বিষয়টি স্বীকার করেছেন রামনগর পুলিশ ফাঁড়ির ওসি নিজেও। বেআইনিভাবে প্রক্সি গাড়ি চালক নিযুক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবাসরীয় ভোরে মঙ্গল আরতির মাধ্যমে উদয়পুরে দীপাবলি উৎসবের সূচনা

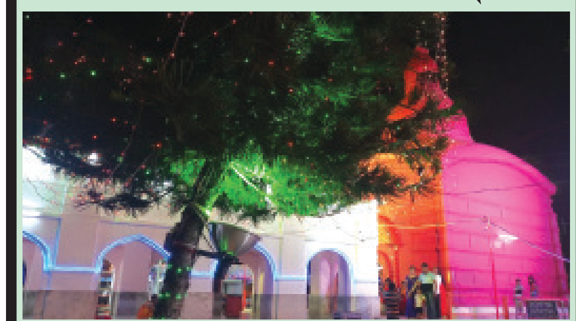

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। রবিবাসরীয় ভোরে মঙ্গল আরতির মাধ্যমে উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে ত্রিদিবসীয় দীপাবলি উৎসবের সূচনা করবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ভোর সাড়ে চারটায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে মঙ্গল আরতিতে অংশ নেবেন তিনি। প্রাচীনকাল থেকে দেশের বিভিন্ন পবিত্র স্থানে ব্যবহৃত ২০টি মঙ্গলদ্বীপ ত্রিপুরায় আনা হয়েছে। আগামীকাল আরতিতে ওই মঙ্গলদ্বীপ জ্বালানো হবে। তাছাড়া প্রতিদিন আরতির সময় ওই মঙ্গলদ্বীপ জ্বালানো হবে। আগামীকাল ভোরে কল্যাণসাগরের পারে মঙ্গল আরতি দিয়ে দীপাবলি উৎসবের সূচনা হবে।

এদিকে, মাতাবাড়ির ঐতিহ্যবাহী দীপাবলি মেলার সর্বশেষ প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গতকাল ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির ও মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেছেন পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। পরিদর্শনকালে পর্যটনমন্ত্রীর সাথে ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক বিপ্লবকুমার ঘোষ, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, গোমতির জেলাশাসক টিকে দেবনাথ, পুলিশ সুপার এআর রেড্ডি, উদয়পুরের মহকুমাশাসক অনিরুদ্ধ রায়, এসডিপিও-সহ অন্যান্য দফতরের আধিকারিকগণ।

পর্যটনমন্ত্রী সিংহরায় উৎসব ও মেলার যাবতীয় প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পানীয়জলের ব্যবস্থা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ ইত্যাদি সরেজমিনে ঘুরে দেখে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার এই ঐতিহ্যবাহী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার টেট-১ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে তোলা নিজস্ব ছবি।

ঘুমের ওষুধ ছড়িয়ে দিয়ে সাংবাদিকের বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৬ অক্টোবর ।। আবারো চুরাইবাড়ি থানাকে কড়া চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দুঃসাহসিক চুরি কাণ্ড সংগঠিত করল চোরের দল। একই রাতে পৃথক পৃথকভাবে দুটি চুরি কাণ্ড সংগঠিত হয়। পরপর চুরি কাণ্ড সংগঠিত হলেও পুলিশ চোরের টিকির নাগালও পাচ্ছে না। ধর্মীয় স্থান থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান এবং বাড়িঘরে কিছুই যেন রক্ষা পাচ্ছে না নিশিকুটুম্বদের হাত থেকে। অবশ্য শনিবারের এই চুরি কাণ্ডটি সংগঠিত হয় সাংবাদিকের বাড়িতে। গতকাল গভীর রাতে চুরাইবাড়ি এলাকার সাংবাদিক ও ধর্মনগরের নিউজ বাংলা চ্যানেলের কর্ণধার তথা ব্যবসায়ী আব্দুল হান্নানের বাড়িতে হাত সাফাই করলো চোরের দল।

নিত্য দিনের মতো রাতের খাবার খেয়ে সপরিবারে ঘুমিয়ে পড়েন নিজ ঘরে। প্রতি রাতেই ঘুমানোর পর প্রাকৃতিক কাজের জন্য ঘুম থেকে উঠলেও গতকাল আর ঘুম থেকে উঠা হয়নি রাত্রিবেলা। এত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন যেন কিছুই আঁচ করতে পারেননি। অথচ তখনই ঘরের মধ্যে থাকা আলমারির লকার ভেঙে স্বর্ণালঙ্কার গুলি নিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে গভীর ঘুমের জন্য কোন ধরনের ওষুধ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ ঘরের মধ্যে থাকা চারজন লোকই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ার কথা নয়। অবশ্য শনিবার সকালেই চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের টহলদারীতে উদ্ধার চল্লিশ লক্ষ টাকার ইয়াবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। ফের রাজ্যে নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। তবে নেশাকারবারি বিএসএফ-এর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক অরুণ ভার্মা জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় ভারত-বাংলা সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় ৮ হাজার ইয়াবা উদ্ধার হয়েছে। তিনি জানান, সিপাহিজলা জেলার পিআর বাড়ি থানাধীন জিকে পাড়া আউটপোস্টের জওয়ানরা সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় পাচারকারীদের গতিবিধি টের পান। তখন তাঁরা পাচারকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্ক বার্তা দেন। কিন্তু বিএসএফ জওয়ানদের দেখতে পেয়ে পাচারকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তিনি জানান, বিএসএফ জওয়ানরা ছুটে গিয়ে পাচারকারীদের ধরার চেষ্টা করলেও তাতে তারা ব্যর্থ হন। এর পর ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ৮০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছেন বিএসএফ জওয়ানরা। অরুণ ভার্মার কথায়, উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজারমূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। তিনি জানান, ওই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি পিআর বাড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, একই এলাকায় টহল দেওয়ার সময় প্রচুর বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে বিএসএফ। অরুণ ভার্মা জানিয়েছেন, ৩৫,৩৮০ টাকা মূল্যের বিদেশি মদ পাচারের সময় উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও পাচারকারী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

বিএড ও ডিএলএড এককালীন ছাড়ের টেট পরীক্ষা সম্পন্ন হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। শান্তিপূর্ণভাবেই টেট-১ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএড এবং ডিএলএড এককালীন ছাড় দিয়ে ওই টেট পরীক্ষায় আজ ৬৫,০৪২ জন আবেদনকারী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতির শতকরা হার ছিল ৮৫.১০ শতাংশ। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, টেট-২ পরীক্ষার মতো শান্তিপূর্ণভাবেই টেট-১ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার তিনি জানান, ত্রিপুরায় ২৫০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে টেট-১ পরীক্ষায় আবেদনকারীরা পরীক্ষা দিয়েছেন। মোট ৭৬,৪২৭ জন এই পরীক্ষায় আবেদন জানিয়েছিলেন। জেলাভিত্তিক তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান, ধলাই জেলায় ৩০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৫,৫২৯ জন, গোমতি জেলায় ২৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৮,৬৫৪ জন, খোয়াই জেলায় ২৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৭,৪১৪ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৬,৫৩৭ জন, সিপাহিজলা জেলায় ২৬টি পরীক্ষাকেন্দ্রে ৯,৬৬২ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ১০,১৫৬ জন, ঊনকোটি জেলায় ১৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৪,৭৫৫ জন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সর্বাধিক ৬৮টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ২৩,৭২০জন আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উপস্থিতির হার ধলাই জেলায় ৮১.১৪ শতাংশ, গোমতি জেলায় ৮৫.৫১ শতাংশ, খোয়াই জেলায় ৮৭.০৫ শতাংশ, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৮৫.৮৮ শতাংশ, সিপাহিজলা জেলায় ৮৬.৭৯ শতাংশ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৮৬.৮২ শতাংশ, ঊনকোটি জেলায় ৮৫.০৩ শতাংশ এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৮৩.৬৬ শতাংশ।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় উপস্থিতির হারে দক্ষিণ ত্রিপুরা সমস্ত জেলাকে ছাপিয়ে গেছে। তেমনি ধলাই জেলায় উপস্থিতির হার সবচেয়ে কম ছিল। তবুও শিক্ষকতার পেশায় আগ্রহ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তিনি জানান, ২০১৫ সালে টেট-১ পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ছিল ৮৬.৬৮ শতাংশ। তেমনি ২০১৬ সালে ৮০.৯৭ শতাংশ, ২০১৭ সালে ৮০.৯৮ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে সেপ্টেম্বরে ৮২.২৯ শতাংশ ও ডিসেম্বরে ৮৪.৭৫ শতাংশ উপস্থিতির হার ছিল।

বিগত দিনের পাশের হারের এক তথ্য তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, ২০১৫ সালে ১১ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৮ শতাংশ, ২০১৭ সালে ২৭ শতাংশ এবং ২০১৮ সালের সেপেম্বরে ২২ শতাংশ ও ডিসেম্বরে ৮ শতাংশ আবেদনকারী যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষে রবিবার জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই সোমবা এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

ত্রিপুরা ও অসমসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত, দীপাবলির আনন্দে ছন্দপতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। নিম্নচাপের জেরে ভারী বৃষ্টিপাতে ত্রিপুরা ও পার্শবর্তী অসমে শ্যামামায়ের আরাধনা এবং দীপাবলি উৎসবের আনন্দে কিছুটা ছন্দপতন ঘটেছে। তবে শুধু ত্রিপুরা নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টির দাপট দেখা গেছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামীকাল রবিবারও বৃষ্টিপাত হবে। তবে আজকের তুলনায় পরিমাণ কিছুটা কম থাকবে।

আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। দুপুর হতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। টানা আড়াই ঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছে। এতে আগামীকাল দীপাবলির উৎসবে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আগরতলায় ১০.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। আপাতত মুষলধারে বৃষ্টি না হলেও ঝিরঝিরে বৃষ্টি অনবরত পড়ছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গতকাল রাতেও হাল্কা বৃষ্টিপাত হয়েছে ত্রিপুরায়। তাছাড়া, দিনের অধিকাংশ সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। অবশ্য এই পরিস্থিতি গত কয়েকদিন ধরে চলছে। আবহাওয়ার এই হঠাৎ তারতম্যে শীত জাঁকিয়ে পড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।এদিকে, আজ অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরেও ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগামীকালও ওই রাজ্যগুলিতে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত গুয়াহাটিতে ৯ এমএম, হাফলঙে ১০ এমএম, লামডিঙে ৫ এমএম, শিলঙে ১৫ এমএম এবং চেরাপুঞ্জিতে ২৯ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

আগামীকাল ত্রিপুরার উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে শ্যামামায়ের আরাধনা এবং দীপাবলির বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির কারণে আয়োজকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। প্রতিবছর মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে কালী পূজা এবং দীপাবলি উপলক্ষ্যে এলাহি আয়োজন করা হয়। কিন্তু এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় অধিক আয়োজন করা হয়েছে বলে দাবি আয়োজকদের।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ২০ ▫ ২৭ অক্টোবর ২০১৯ ইং ▫ ৯ কার্ত্তিক ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অন্ধকার ভেদে আলোর সাধনা

গাঢ় অন্ধকার যখন সমাজ, রাষ্ট্রজীবনকে গ্রাস করে তখন আলোর আরাধনায় মানুষ উজ্জীবিত হইতে তাগিদ বাড়ায়। শারদ উৎসবই তো আসলে অন্ধকার হইতে আলোয় উত্তরণের উৎসব। এইসব উৎসবের মূল আবেদনই হইতেছে অসুর নিধন। সেই উৎসবের সুর আজও মানব জীবনকে ধন্য করে নতুন সুস্থ জীবনের সন্ধান দেয়। আজ দীপাবলী উৎসব। শক্তি মায়ের আরাধনা। অন্ধকার হইতে আলোর এই উৎসব তো সেই অনাদিকালের। যুগ যুগান্ত ধরিয়া এই উৎসব অন্ধকার ভেদ করিয়াছে। কিন্তু, কাঙ্খিত আলোর মালায় কি সাজিয়াছে জগৎ সংসার। অন্ধকার, সমস্ত কালিমা কি মুছিয়াছে, মানুষ কি স্বচ্ছ আলোয় বিচরণ করিতে পারিয়াছে? মানবতা মনুষ্যত্ববোধ কি দিনে দিনে হারাইয়া যাইতেছে না? দেশ বিশ্ব জুড়িয়াই তো হিংসার দাপাদাপি। আমাদের দেশ আজ হুমকির মুখে। প্রতিবেশী পাকিস্তানের হুমকির কাছে গোটা বিশ্ব জুড়িয়াইতো চলিতেছে জটিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। সেই সঙ্গে আমাদের দেশ তো আরও বেশী অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই যেন হাবুডুব খাইতেছে। বিভিন্ন রাজ্যে চলিতেছে অস্থিরতা। ক্ষমতাসীন দলের দাপাদাপি। বিরোধীরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। দারিদ্র্য, বেকারত্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সংকট ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যের সমাজজীবন তো অন্ধকারের পথেই ধাবিতে হইতেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তো স্বচ্ছতার অভাব, ন্যূনতম স্বার্থের জন্য প্রাণ ছিনাইয়া নেওয়ার প্রবণতা সংকট তীব্রতর হইতেছে। রাজনীতিতে যদি স্বচ্ছতা, শুদ্ধতা হারাইয়া যায় তাহা হইলে অন্ধকার তো গ্রাস করিবেই।

সদ্য প্রকাশিত মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার রাজ্য বিধানসভার ক্ষমতাসীন বিজেপি শক্ত ধাক্কাই খাইয়াছে। দেশ জুড়িয়া বিরোধী শক্তি যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন তখন দুই রাজ্যে বিরোধীরা যে ভোট বা আসন পাইয়াছে তাহা তো রীতিমতো বিস্ময়ের। বিস্ময়ের এই কারণে যে, দেশময় কংগ্রেস তো দলীয় সংকটেই নিমজ্জিত। লোকসভা নির্বাচনে বিপর্য্যয়ের পর রাহুল গান্ধী তো সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দলের এই বেহাল অবস্থাতেও কংগ্রেস হরিয়ানায় বিজেপি টক্কর দিতে পারিল। মহারাষ্ট্রতো বিজেপির চাইতে শিবসেনা বেশী আসন পাইয়া মুখ্যমন্ত্রীর দাবীদার। এই অবস্থায় ইহা অন্তত স্পষ্ট যে, বিজেপিতে একচ্ছত্র আধিপত্য চিড় ধরিয়াছে। এই প্রবণতা যদি অন্য রাজ্যগুলিতে দেখা যায় তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকিবে না। বিরোধীরা যেভাবে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহাতে মনে হইয়াছিল বিজেপির বিজয়রথ আটকাইবার কোনও শক্তিই বিরোধীরা দেখাইতে পারিবে না। এই ত্রিপুরার অবস্থা কি। এই পার্বতী রাজ্যেও ক্ষোভ যে বাড়িয়াছে তাহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বাধারঘাট উপনির্বাচনে কার্য্যত বিজেপির জয়ও তো দলের নেতাদের যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করিয়াছে। বিরোধী সিপিএম ও কংগ্রেস প্রাপ্ত ভোটে খুশী। এই নির্বাচনী ফলাফল চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে ক্ষমতাবানদের দম্ভ, ঔদ্ধত্যের পরিণাম কি হইতে পারে।

শুধু ত্রিপুরা নহে গোটা দেশ আজ আলোর সাধনায় উন্মুখ। বেকারত্ব দারিদ্র্য বাড়িতেছে। বাড়িতেছে রুজি রোজগারের সমস্যা। এমন তো হইবার কথা ছিল না। ভারতের কি উন্নতশির? মানুষ আশায় বুক বাঁধিয়াছিল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তো একেবারেই ভিন্ন। হানাহানি রক্তারক্তির ঘটনা তো বাড়িয়াই চলিতেছে। এক্ষেত্রে সরকারী পদক্ষেপ তো জনমনে স্বস্তি ও শান্তি আনিতে পারিতেছে না। কংগ্রেস হঠাইয়া মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় বসাইবার পর একের পর এক পদক্ষেপ তো স্বস্তি আনিতে পারে নাই। বরং লক্ষ্য করিবার বিষয় দিনে দিনেই দেশের আর্থিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দেশের অর্থভান্ডার তলানীতে। এই অবস্থায় দেশ প্রগতির পথে যাত্রা করিবে কিভাবে? আসলে রাজনীতির স্বার্থ আমাদের নেতাদের অন্ধ বানাইয়া রাখে। দলকে যেন তেন প্রকারণে ক্ষমতায় বসাইতে চলে নানা অনৈতিক কাজ। এইভাবেই আমাদের গণতন্ত্রের গৌরব ধুলায় লুটাইয়াছে। নগ্ন দলবাজী, যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতার মসনদে বসিবার প্রতিযোগিতা আমাদেরকে অন্ধকারের দিকে নিয়া গিয়াছে। এই অন্ধকার হইতে আলোয় উত্তরণ না হইলে আমাদের মুক্তি নাই। অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোর আরাধনাই পারে নতুন জীবনের সন্ধান দিতে। গাঢ় অন্ধকার আমাদেরকে গ্রাস করিয়াছে। এই অন্ধকার হইতে আলোয় উত্তরণের উৎসবে আমাদের নতুন পথে চালিত করিবে। আলোর উৎসব তো আমাদের প্রাণের উৎসব। কোনও রকম হিংসা হানাহানির পথ ছাড়িয়া আমাদের মাতৃ আরাধনায়, আলোর তপস্যায় মগ্ন হইলেই আমরা নতুন জীবনের পথ খুঁজিয়া পাইব।

পরম্পরা মেনে আজও পুজো হয় রাসমণির স্মৃতিবিজড়িত নিস্তারিণী কালী মন্দিরে

শেওড়াফুলি(হুগলী),২৬ অক্টোবর (হি.স.) : গঙ্গার তীরে আজও শ্যামা মায়ের আরাধনায় মেতে ওঠে হুগলী জেলার শেওড়াফুলির নিস্তারিণী কালী মন্দির। ১২৩৪ বঙ্গাব্দে বর্ধমানের পাটুলি রাজবংশের রাজা হরিশচন্দ্র রায় এই বিশাল মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে রানি রাসমণি এই মন্দির এসেছিলেন এবং পুজোও দিয়েছিলেন। এখানকার কালী মায়ের মূর্তির আদলে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মূর্তি তৈরি করেন।

পরম্পরা মেনে আজও এখানে পুজো করা হয়।বিভিন্ন জেলা থেকে বহু মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন।অন্যান্য দিনের মতোই এখানে কালী পুজোর দিন মাকে ভোগ নিবেদন করা হয়। লুচি, পাঁচ রকমনের ভাজা, তরকারি দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়।কালী পুজো উপলক্ষ্যে মাকে ভোগে খিচুড়ি, পোলাও দেওয়া হয়। প্রথা মেনে আজও এখানে ছাগ বলি দেওয়া হয়। মন্দির চত্বরে ভোগ রান্নার ব্যাবস্থা রয়েছে। প্রতিদিনকার মতো কালী পুজোর দিনও সকালে মায়ের মঙ্গল আরতি, দুপুরে চাল নৈবেদ্য দিয়ে ভোগ দেওয়া হবে। রবিবার কালী পুজো উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো রাত ১২টার আগেই শুরু হয়ে যাবে।হোম-যজ্ঞর পাশাপাশি হবে ছাগ বলি। সেদিন ভক্তরাও ডালা নিয়ে সারাদিন ও সারা রাত পুজো দিতে পারবে। পুজো শেষ হতে ভোর হয়ে যাবে। বহু মানুষ এখানে উপোষ করে অঞ্জলি দেন। এখানে মায়ের হাতে কোনও খাড়া নেই রয়েছে তরোয়াল। মন্দিরের সংগঠক শুভাশিস অধিকারী জানিয়েছে, বাজার এলাকায় মন্দির হওয়া বহু ব্যবসায়ী মন্দিরের উন্নয়নকল্পে সাহায্য করে থাকেন। কালী পুজোর উপলক্ষ্যে দুই ২৪ পরগণা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম থেকে ভক্ত সমাগম হয়।

মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজা হরিশচন্দ্র রায়ের বংশধর তথা রাজপরিবারের সদস্য পরমকল্যাণ রায় জানিয়েছেন, ১২৩৪ বঙ্গাব্দ (১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে) স্বপ্নাদেশ পেয়ে সাড়াফুলি যা আজকের শেওরাফুলি নামে খ্যাত গঙ্গা তীরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রাজা হরিশচন্দ্র। গঙ্গা থেকে ভেসে আসা কষ্টিপাথর দিয়ে প্রতিটি প্রহরে মায়ের বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি করা হয়েছিল। যে ভাস্কর মায়ের মূর্তি তৈরি করেন তিনিও স্বপ্নাদেশ পেয়ে মায়ের মূর্তি গড়ার জন্য রাজার কাছে ছুটে আসেন। রানি রাসমণি সঙ্গে এই মন্দিরের সম্পর্ক নিয়ে বলতে গিয়ে পরমকল্যাণবাবু বলেন, গঙ্গা দিয়ে বজরা করে রানি রাসমণি যাচ্ছিলেন।সেই সময় শেওরাফুলি ঘাটে তিনি এক কিশোরীকে দেখতে পান। তা দেখেই তিনি বজরা ঘাটে বাঁধার নির্দেশ দেন।ঘাটে নেমে সেই কিশোরীর সঙ্গে তিনি এই মন্দিরে আসেন। কথায় বলে সেই মন্দিরে ঢোকা মাত্র কিশোরী মিলিয়ে যায়। এই মন্দিরে রানি রাসমণি অঞ্জলি সহযোগে পুজো দেন। এখন থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি মায়ের মূর্তি তৈরি করেন।

লক্ষ শিখা কাঁপছে বাতাসে

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনও এক কালীপুজোর রাত। দমদম থেকে আমার মাঝরাতের প্লেন উছেড়ে এইমাত্র। কলকাতা থেকে দুবাই। দুবাই থেকে লাস ভেগাস। অপেক্ষা আর উড়ান নিয়ে বিশ-বাইশ ঘণ্টার পথ। তবে ভারত থেকে আমেরিকা গেলে যা প্রথমেই মুছে যায়, তা সময়ের হিসাব। আর শরীরের সেই নতুন হিসাব বুঝতে লেগে যায় প্রায় হপ্তাখানেক। সে এক বিভ্রাট বটে। লাঞ্চের সময় ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসে। ঘুমনোর সময় আলো জ্বেলে বই পড়ি বা টিভি দেখি, ঘুম আসে না কিছুতেই। পরিচিত সময় থেকে যেন সরে গিয়েছি অচেনা মহাকালে। কিছুতেই তাকে বাগে আনতে পারছি না 'মহাকাল' কথাটি মনে আসতেই মজা পাই। মহাকালকে যিনি কল করেন তিনিই তো 'কালী' নামের কোনও সংযোগ নেই। সমস্ত কলকাতা আলোর প্লাবনে ভাসছে এই মহাদেবীর পুজোর রাত্রে। দীবাবলির আলোকসজ্জা। আমি প্লেনের সামনের দিকে জানলার ধারেই আসন পেয়েছি। ক্রমশই উচ্চতা উপার্জন করছে উড়ান। আর, আমার চোখের সামনে কলকাতার আলোকমালা কখনও সরে যাচ্ছে তরল দূরত্বে, কখন হেলে পড়ে যেন চলে আসছে প্লেনের ডানার কাছে, যেন অনুনয় করছে, আজ দীপাবলির রাত, চারধারে এত আলো, বাঙালিরমরা গাঙে বান এসেছে, আজ না হয় না-ই বা গেলে এই আলোর উৎসব ছেড়ে সত্যি। কেন যাচ্ছি? কেন প্রয়োজন হল আমার আজই কলকাতা ছাড়ার? আরও উচ্চতায় উড়ে যাবে প্লেন। ধীরে ধীরে ঘন অন্ধকারের মধ্যে বিন্দু থেকে বিন্দুতর হতে হতে মিলিয়ে যাবে অনেক নিচে ফেলে আসা কলকাতার আলোক আহ্বান।

আমার খুব ভাল লাগে দীপাবলির উপচে পড়া দীধিতি বিততি। জীবনে কত দুঃখ-কষ্ট। কত বিচ্ছেদ বিষাদ। কত সহস্ররকমের অনিশ্চয়ত। তবু প্রতি বছর এই প্রাণের উৎসব সমস্ত অন্ধকার জয় করে জ্বেলে দেয় কম্পমান বহ্নিমালা। সেদিকে তাকিয়ে আমি। ক্রমশ আরও দূরে যাচ্ছি সেই দিগন্তরেখা থেকে, যেখানে লক্ষ লক্ষ শিখা বাতাসে কাঁপছে। কী আশ্চর্য। প্রতি বছর কেন কালীপুজো এলেই নিজেকে উপড়ে নিয়ে পালাই। তীব্রভাবে ভাল লাগে আলোর এই আকাশভরা উৎসব। কিন্তু কেন তবু এই টান, এই মাদকতা, এই আলোকমত্ততা থেকে আরও দূর আকাশের অন্ধকার আমাকে ডাক দেয়? ওই রহস্যময় নিঃসঙ্গ অন্তহীন অনিশ্চিত অন্ধকারই কেন আমাকে উপড়ে নিয়ে যায় দীপাবলির আলোকসজ্জা থেকে। আমি জানলা দিয়ে দেখি। ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক দূরের দীবাবলি। আর যেন আলো নেই। যা মিলিয়ে গেল, তা আলোর রৈখিক ঋজুতা। যা এখনও আছে অনেক দূরের স্মৃতির মতো,তা আলোর কুয়াশা। সমস্ত কলকাতা শহরটা অন্ধকারে মিশে যাওয়ার আগে, হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে পৌঁছানোর আগে, ক্রমবিলীয়মান আলোর ছায়া। সেদিকে তাকিয়ে আমার বুকের শিরায় টান ধরে। লক্ষ লক্ষ বাঙালি কত হাজার ফুট নিচে কত আশায় আকাঙ্খায় প্রত্যায়ে জ্বেলে দিয়েছে আলোক ডাক। আর আমি সেই ডাক থেকে সরে যাচ্ছি ক্রমশ স্বনির্বাচিত দূরত্বে। ওই প্রত্যয় ও পুণ্যতা আমাকে টানে না, তা তো নয়। কিন্তু এই যে সরে যাওয়া, চলে যাওয়া—কোথাও কি চোরাস্রোতের মতো তার মধ্যে বয়ে চলেছে আমার অস্পষ্ট অভিমান? কীসের অভিমান ? না কি ব্যাখার অতীত কোনও বেদনা—জীবন যে বেদনা চায়, আনন্দের চেয়েও বেশি। যেন লুকিয়ে আছে ডাইনি ডাক। লাস ভেগাস জুয়ার শহর। শণীরবাদের শহর। লাস্পেট্যের সংস্কৃতি মায়াজাল বুনেছে অবিশ্বাস্য আলোরপ্লাবনে। সহস্র প্রাণ প্রতি রাতে ডুবছে মরছে ভাসছে। কেউ জিতছে অবিশ্বাস্য ডলার ভাণ্ডার। কেউ হারছে শেষ কপর্দক। এখানকার সমস্ত আলোর মধ্যে, উৎসবের শরীরে শুধু জুয়ার ডাক। আমি দেখতে পাচ্ছি প্লেনের জানলা থেকে পার্থিনন-এর আলোক আহ্বান, আক্রোপলিসের উপরে পার্থিননের মন্দির। লাস ভেগাসের ওই মায়ামন্দির তো জুয়ার ঢাকনা। দেববাদের কপট নিলয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মন্দিরের দরজা দিয়ে ঢুকব আমি। উন্মুক্ত ঊর্ধ্বঙ্গের দু'টি' প্রদীপ জ্বেলে এগিয়ে আসবে। নীলনয়না সুন্দরী। আমাকে নিয়ে যাবে জুয়াঘরে। এক অনিশ্চিত অনিকেত স্বর্ঘ। পাপা-পূণ্য, ন্যায়-অন্যায় সব মিশে গিয়েছে এখানে। এই দীপাবলির সুদর্শনচক্রের পাশে হাত ধরে পৌঁছে দেবে সুন্দরী। ঘুরছে নিরন্তর নিয়মিত অনিবার্য চক্রে দীপ্ত ডাকের রুলেট। তুলনাহীন লাস ভোগাসের এই সব জেতা সব হারানোর দীপাবলি।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

আলো আমার আলো-অন্তর্দেশের আলো

দীপক মুখোপাধ্যায়

আলো নিয়ে ছোটবেলায় আমার কোনও বাড়িতে আগ্রহ ছিল না। তবে হ্যাঁ, আমি বিভিন্নরকম আলো দেখার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের মামাবাড়িতে দীর্ঘ সময় ইলেকট্রিসিটি ছিল না। তখন ব্যবহার করা হত হ্যারিকেনের আলো। আমি অপেক্ষা করতাম আমার দাদু, ডাকসাইটে বড়বাবু, কখন অফিস থেকে ফিরবেন। কারণ তিনি ফিরলে একটা হ্যাজাকবাতি জ্বালিয়ে দিতেন। যত দিন গিয়েছে, বুঝেছি সেই হ্যাজাকবাতির আলোয় একটা মায়া ছিল।

আমি তখন ১৯। শিবপুর গণনাট্য শাখায় জড়িয়ে পড়ি। সেখানেই আলাপ 'চেতনা'-র অরুণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বলা বাহুল্য, তখন আলো নিয়ে কারওরই তেমন মাথাব্যথা ছিল না দিন হেলেদুলে গড়ায়। আমিও দেখতে দেখতে ৩০। 'চেতনা'-র নতুন নাটকের মিটিংয়ে গিয়েছি। সব মিটিংয়েই কম বেশি পিছনে বসে গল্পগুজব করতাম, সেদিনও তাই করছি। এমন সময় কর্তাব্যক্তির রাজখাঁই গলা এল কানে। 'দীপক, শুনছ'? আমি দিব্যি মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনছি তো'। ওঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, 'আহলে বলো, দায়িত্বটা কে নেবে'? বলে বসলাম, 'আমাকে দিলে আমিই নেব'।

ওই 'দায়িত্ব', যা নেওয়ার কথা হচ্ছিল, তা আলোর দায়িত্ব। আমার ওই গল্পগুজব, বক্তৃতা না-শোনাই আমাকে আলোর দুনিয়ায় প্রবেশ করাল। শুনলাম আলো দেবেন 'নিমুদা', নির্মল বারিক। শিবপুর ট্র্যাম ডিপোর কাছে ওঁর ইলেকট্রিকের দোকান, এখন আর হ্যাঁটতে পারেন না।

তিনিই আমার আলোজীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু।

ছোট থেকেই বইপড়য়া ছিলাম। 'সুশিক্ষিত লোক মানেই স্বশিক্ষিত'---প্রথম চৌধুরীর এই কথাটা ছোটবেলাতেই মনে গেঁথে গিয়েছিল। ফলে, দায়িত্ব পাওয়ামাত্র আমি গিয়ে পৌঁছলাম ব্রিটিশ কাউন্সিলে। অবশ্য তারও অনেক দিন আগে আমি ফিল্ম সোসাইটিতে ঢুকে পড়েছি। হয়তো এসবের জন্যই আমার মন খানিক প্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। সবমিলিয়ে আলোর একটা ধারণাও তৈরি হয়ে গিয়েছিল হয়তো বা।

আমার মনে হয়, এই আলোর ধারণার প্রথম সঠিক মঞ্চপ্রয়োগ করেছিলাম। 'জগন্নাথ' নাটকে। তিল তিল করে আলো ঢেলেছিলাম। আমি মনে করি, থিয়েটারের যে চল বা রিদ্‌ম আলোকযন্ত্রী হিসাবে তোমাকে তা হাতের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

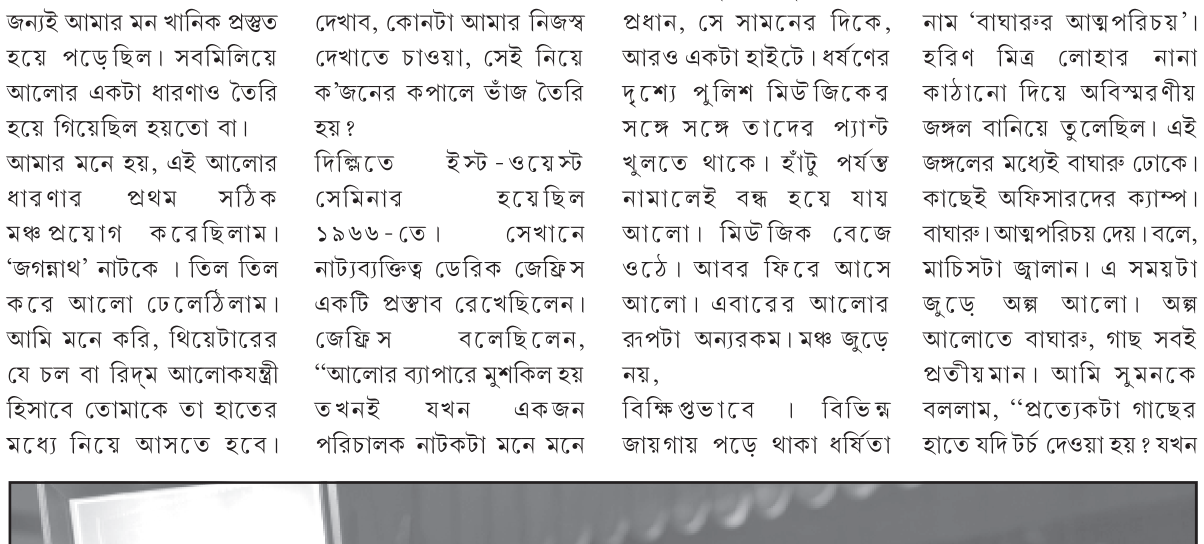

'জগন্নাথ' করতেন অরুণদা। তাঁরই অভিনয়ের রিদ্‌ম আমি হাতে এনেছিলাম। ব্যাপারটা এমনই আয়ত্ত হয়েছিল যে, চোখ বুজের করতে পারতাম। একা, দু'হাত দিয়ে পিয়ানো বাজানোর মতো। একবার ইন্টারভ্যালে আড়মোড়া ভাঙ্গছি, দেখি বিভাস চক্রবর্তী। বললেন, 'কীভাবে কাণ্ডটা চালাচ্ছ, দেখতে এলাম।'

কিন্তু মুশকিলেও পড়েছি। অরুণদা অসুস্থ হলে আমার বন্ধু বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী 'জগন্নথ' নাটকের মূল চরিত্রটা করত। তখন দেখেছি, আমার নিজেরই হাতকে আমি কিছুতেই সামলাতে পারতাম না। আমার হাতে তখনও অরুণাবুর রিদ্‌ম আলো কোথায় রাখা হবে---এটাও কিন্তু থিয়েটারের বড় দিক কলকাতার থিয়েটারের ট্রেন্ড ঃ দেখাতে পারলেই হল। কিন্তু কীভাবে দেখাব, কোনটা আমার নিজস্ব দেখাতে চাওয়া, সেই নিয়ে ক'জনের কপালে ভাঁজ তৈরি হয়?

দিল্লিতে ইস্ট-ওয়েস্ট সেমিনার হয়েছিল ১৯৬৬-তে। সেখানে নাট্যব্যক্তিত্ব ডেরিক জেফ্রিস একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন। জেফ্রিস বলেছিলেন, ''আলোর ব্যাপারে মুশকিল হয় তখনই যখন একজন পরিচালক নাটকটা মনে মনে 'দেখতে' চান, আর আলোক নির্দেশক চান 'অনুভব' করতে''। আমি উপস্থিত ছিলাম না। পরে একটি লেখায় পড়ি এ কথা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আলোক নির্দেশক হিসাবে আমার কাজ নাটকের ভিতরটা খোঁজা।

সেই অন্তর্দেশের খোঁজ আমি পেয়েছি। দেবেশ রায়ের 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' উপন্যাসটিকে যখন নাট্যরূপ দেওয়া হল, তখন নাটকের ভিতরকার অবসরকে কাজে লাগালাম, যাকে ইংরেজিতে বলে 'স্পেস'। সুমন, সুমন মুখোপাধ্যায় ছিল পরিচালক। মঞ্চায়ন আমার বন্ধ হিরণ মিত্রর। এক গ্রামে পুলিশ কয়েকজন আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে। মঞ্চে মেয়েরা দাঁড়িয়ে। আর বিভিন্ন হাইটে দাঁড়িয়ে পুলিশ। পুলিশের যে প্রধান, সে সামনের দিকে, আরও একটা হাইটে। ধর্ষণের দৃশ্যে পুলিশ মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্যান্ট খুলতে থাকে। হাঁটু পর্যন্ত নামালেই বন্ধ হয়ে যায় আলো। মিউজিক বেজে ওঠে। আবার ফিরে আসে আলো। এবারের আলোর রূপটা অন্যরকম। মঞ্চ জুড়ে নয়,
বিক্ষিপ্তভাবে । বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা ধর্ষিতা মেয়েদের উপর স্পটলাইট। যেখানে, যে হাইটে থেকে পুলিশ প্রধান অর্ডার দিয়েছিল, সেই হাইটটাতে কেউ ছিল না। তবু, আমি সেই হাইটটাইর উপরও আলো ফেলেছিলাম। সেখানে শুধুমাত্র দর্শকদের খানিক আগের স্মৃতি ছিল, সর্বেসর্বার নির্দেশের স্মৃতি। তার ফলে সমস্ত রাগ, ঘেন্না এসে পড়ে ওই শূন্যস্থানে। আমার মনে হয়েছে, এটাই হল সেই ভেতর থেকে খুঁজে বের করা।

দেবেশবাবুর আর একটি উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র বাঘারুর কথা বলতে পারি এ প্রসঙ্গে। এই নাটকটিও সুমন মুখোপাধ্যায়েরই ডিরেকশন। টিমটিমে আলো ও গাছ-জঙ্গলের ভিতর বাঘারু দাঁড়িয়ে। উপন্যাস এই অংশটির নাম 'বাঘারুর আত্মপরিচয়'। হরিণ মিত্র লোহার নানা কাঠানো দিয়ে অবিস্মরণীয় জঙ্গল বানিয়ে তুলেছিল। এই জঙ্গলের মধ্যেই বাঘারু ঢোকে। কাছেই অফিসারদের ক্যাম্প। বাঘারু। আত্মপরিচয় দেয়। বলে, মাচিসটা জ্বালান। এ সময়টা জুড়ে অল্প আলো। অল্প আলোতে বাঘারু, গাছ সবই প্রতীয়মান। আমি সুমনকে বললাম, ''প্রত্যেকটা গাছের হাতে যদি টর্চ দেওয়া হয়? যখন বলছে 'মাচিসটা জ্বালান', তখন প্রত্যেকই যদি বাঘারুর গায়ের উপর টর্চের আলো ফেলে?'' সুমন বলল, 'বেশ ঠিক আছে।' নাটকের দিন 'মাচিসটা জ্বালান' বলতেই দেবজ্যোতি মিশ্রর মিউজিকের সঙ্গে বাঘারুর গায়ে এসে পড়ল টর্চের আলো। আর তখনই, আকাদেমির সমস্ত অডিটোরিয়ামে এ-দেওয়াল ও-দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল কত কত বাঘারু। এক মুহূর্তে কয়েকটা টর্চের সৌজন্যে মঞ্চ ছেড়ে বাঘারু ছড়িয়ে পড়ল একজন সামাজিক এনটিটি রূপে।

এখানেই রাজনীতি। অনেকে ভেবে থাকে, রাজনীতির প্রজ্ঞান বুঝি পরিচালকদেরই থাকে। কিন্তু আমরা, যারা মঞ্চের পিছনে কাজ করি, আমি, হরিণ, দেবজ্যোতি --- ছোটখাটো কাজেই আমাদের নিজস্ব 'রাজনীতি পরিচয়' ফুটে উঠবে।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র আরেকটা দৃশ্যের কথা বলি। বাঘারু জঙ্গলে যাচ্ছে মোষের পাল নিয়ে। এমন সময় গ্রহণ হবে। কিন্তু কীভাবে দেখাব মঞ্চে? আমি চারটে টিনের কৌটোর মধ্যে ল্যাম্প দিয়ে উপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। মূল আলো তো রইলই, সঙ্গে এটাও জ্বালা থাকত। অ্যাকাডেমিত দুটো ইউং আলোর জন্য দু'জন লোক, তাদেরহাতের নিজস্ব রিদ্‌ং রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আলাদা রিদ্‌ম। ফলে অন্ধকার কখনও সামনে থেকে, কখনও বা পিছন থেকে আসত। আমি বলে দিয়েছিলাম, তাড়াহুড়া না করতে। আস্তে ধীরে করলেই হবে। দু'জনের হাতেররিদ্‌ম মেলাতে গেলে অন্ধকার এভাবে হত না কোনও দিনই। আলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অন্ধকার নিয়েও কথা বললাম অনেক। আলো-কে জানা, মানে অন্ধকারকে আরও বেশি করে জানা। তা না হলে থিয়েটারের ম্যাজিক বুঝতে অসুবধে হয়।

শেষ করছি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের একটা এগ্‌জিবিশনের ঘটনা দিয়ে। মডেলের এগ্‌জিবিশন— রঘুনাথ গোসস্বামীর কাজ। অ্যাসিস্ট করেছিল হিরণ মিত্র। আলো আলো তাপস সেনের। আমি দেখতে গিয়েছিলাম।

এসেছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর সঙ্গে আমার ফিল্ম সোসাইটির সময় থেকেই আলাপ। তাপস সেন তা অবশ্য জানতেন না। তাপসদা শমীকদাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই দেখো, ও দীপক, আমি যেখানে কাজ করি, ও সেখানে যায়। দেখে আর শেখে। ও আমার একলব্য শিষ্য।' আমার আলোজীবনের সবথেকে বড় প্রাপ্তি এই কথাটুকু।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

ঢাকা-নিউইয়র্ক সরাসরি ফাইটের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৬।। মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল এফ মিলার বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আরো বেশি ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করতে পুনরায় ঢাকা-নিউইয়র্ক সরাসরি ফাইট চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন।শুক্রবার রাতে ঢাকার আমেরিকান কাবে নিউইয়র্কের পাঁচ জন স্টেট সিনেটরের সম্মানে আয়োজিত এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন,পুনরায় ঢাকা-নিউইয়র্ক সরাসরি ফাইট চালু করতে আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি।২০০৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটটি চালু ছিল। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এই রুটে ফাইট পরিচালনা করত। কিন্তু বর্তমানে বিমান অথবা বাংলাদেশের অন্য কোন এয়ারলাইন্সের যুক্তরাষ্ট্রে সরাসরি ফাইট পরিচালনার অনুমোদন নেই। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) সিভিল এভিয়েশন অথোরিটি, বাংলাদেশ (কাব) এর মর্যাদা হ্রাস করে ক্যাটাগরি-২ করেছে।যদিও, কাব যুক্তরাষ্ট্রের এফএএ'র শর্ত পূরণে ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় পদপে গ্রহণ করেছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের অডিট দলকে পুনরায় ক্যাটাগরি ১ প্রদানের জন্য বাংলাদেশে এসে সরেজমিনে সবকিছু দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

নিউইয়র্ক স্টেট বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাষ্ট্রদূত মিলার দু'দেশের মধ্যকার দ্বিপীয় সম্পর্ক জোরদার করতে আরো বেশি শি ও সংস্কৃতিক বিনিময়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি কয়েকজন বাংলাদেশী পার্লামেন্ট সদস্যকে নিউইয়র্ক সফরের আমন্ত্রণ জানান।নিউইয়র্ক সিটি স্টেটের ৫ সিনেটর বাংলাদেশে সপ্তাহব্যাপী এই সফরে ব্যাপক উন্নয়ন প্রত্য করেছেন।তারা বিভিন্ন ব্যাপারে নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রতি জোরালো সমর্থন ও তাদের সহযোগিতা দিয়ে আসছেন।

সিনেটর লুইস সেপুলভেডা'র নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন- লিরয় কোমরি, জেমস স্কাউফিস, কেভিন এস পার্কার ও জন সি লিউ। এছাড়াও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিন জন স্টাফ সদস্য রয়েছেন। তারা কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারে তারা বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সেন্টার ফর এনআরবি ফাউন্ডেশন এই অভ্যর্থনার আয়োজন করে।

সিনেটররা সংপ্তি বক্তব্যে বলেন, এই সফর তাদের চোখ খুলে দিয়েছে। এদেশের তারা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায় ব্যাপক সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন।সিনেটর লুস বলেন, নিউইয়র্কে ফিরে গিয়ে আমরা বাংলাদেশ ও নিউইয়র্ক ব্যবসা ও দ্বিপীয় সম্পর্ক থেকে সুবিধা পেতে পারে সেজন্য চ্যানেল খোলা নিশ্চিত করতে আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় জনপ্রতিনিধিদের উৎসাহিত করব।

তিনি নিউইয়র্কের ব্রনক্স থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। তার এলাকায় বাংলাদেশী কমিউনিটি দ্বিতীয় বৃহত্তম।তিনি দেখেছেন যে, দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বোচ্চ সুযোগের জন্য ঢাকা-ইউইয়র্ক সরাসরি ফাইট শুরু করা প্রয়োজন।এই সিনেটর আরো বলেন, দেশে ফিরে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শি কর্মসূচি বিনিময়ের জন্য সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক (সিইউএনওয়াই) ও স্টেট ইউনিভার্সিটি অব ইউইয়র্ক (এসইউএনওয়াই)-এর ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি আরো বলেন,এই প্রথমবারের মতো আমরা এদেশে এলাম। আশা করছি, আগামী বছর বা দুই বছরের মধ্যে নিউইয়র্ক থেকে ১০ প্রতিনিধি নিয়ে আমরা আবার এখানে আসব।

বিগত ৩০ বছর ধরে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করছেন উল্লেখ করে সিনেটর কেভিন বলেন, বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী দেশ। এদেশের মানুষ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ।তিনি বলেন, অধিকতর ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টির লে আমি বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে কাজ করতে আগ্রহী। মানবিক দিক বিবেচনা করে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যূত ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য সিনেটররা বাংলাদশের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (যুক্তরাষ্ট্র) ফেরদৌসি শাহরিয়ার, সেন্টার ফর এনআরবি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ই এম চৌধুরী শামিম ও সিইও দিলারা আফরোজ খান রূপা।

সাম্প্রদায়িকতা ঠেকাতে সব ধর্মের মানুষকে এক হওয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৬।। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঠেকাতে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের এক হওয়ার আহ্বান এসেছে ঢাকায় এক অনুষ্ঠান থেকে।বাংলাদেশ ইন্টার-রিলিজিয়াস ফোরাম ফর পিস এন্ড হারমনি নামের একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে এই আহ্বান আসে।

শনিবার ঢাকার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানে সংগঠনটির লোগো উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী।অনুষ্ঠানে গওহর রিজভী বলেন, যারা বদমাস, যারা গুণ্ডা, তাদের কোনো ধর্ম নেই, দেশ নেই। তারা শুধু চায় আমাদের দেশটাকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য। তারা আমাদের উন্নতি পছন্দ করে না।তাই সকলকেই একসঙ্গে হয়ে আমাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। আর যারা আমাদের বাধা দিচ্ছে, তাদের যেভাবে পারি দমন করার চেষ্টা করতে হবে।

বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেন,মুক্তিযুদ্ধে সময় কেউ আমরা বলিনি, আমি মুসলমান, আমি হিন্দু, খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ। আমরা সকলেই মাঠে নেমেছি, সংগ্রাম করেছি, রক্ত দিয়েছি, জীবন দিয়েছি।

আজকে স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পরেও এই ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা আমাদের দেখতে হচ্ছে? আমরা তো একটি সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চেয়েছিলাম। ৫০ বছর পর কেন বার বার আমাদের সেক্যুলারিজমের উপর আঘাত করছে?এই আঘাত প্রতিহত করতে সবার সক্রিয়তা চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা বলেন, আমাদের সবার দায়িত্ব। বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বড় দায়িত্ব। আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যেন কেউ হাত তুলতে না পারে।

অনুষ্ঠানে শোলাকিয়ার ইমাম মো. ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ বলেন, চারদিকে কেবল দূষিত বাতাস। হিংসা, নিপীড়ন, অন্যয্যতার দূষিত বাতাস আধ্যাত্মিক পরিবেশকে বিনষ্ট করছে। নিজেকে শ্রেষ্ঠ আর অপরকে হীন বলার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।কুরআনের বাণী উদ্ধৃত করে তিনি বলেন,মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করা যায় না। ভালো দিয়ে ভালোর উন্মেষ ঘটাতে হবে। সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে ভালবাসা-প্রেমের প্রসার ঘটাতে হবে।

ভোলার বোরহানউদ্দিনের ঘটনায় জড়িতদের বিচার বিচার দাবি করে তরীকত ফেডারেশনের সভাপতি, সংসদ সদস্য নজিবুল বাশার মাইজভাণ্ডারী বলেন,বোরহানউদ্দিনে জল ঘোলা করে এই ঘোলা পানিতে কারা মাছ শিকার করতে চায়, এদের চিহ্নিত করতে হবে।বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্ট্রান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন,অধার্মিকের প্রচার-প্ররোচনায় মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে কারা এটা বার বার করছে তা চিহ্নিত করার সময় এসেছে।সংখ্যালঘু সুরা আইন ও সংখ্যালঘুদের জন্য কমিশন গঠনের জন্য সরকারের কাছে আহ্বানও জানান এই আইনজীবী।শান্তি ও সম্প্রীতির জন্যে বাংলাদেশ আন্তঃধর্মীয় ফোরামের সমন্বয়ক সৈয়দ তৈয়াবুল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভি মহাসংঘের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড় জিনবোধি ভি, চার্চ বাংলাদেশের সাবেক মডারেটর বিশপ পল শিশির সরকার, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সামিয়া হক।নতুন সংগঠনটির সমন্বয়কারী নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, নির্মল রোজারিও ও ভি সুনন্দ প্রিয়ও বক্তব্য দেন।

অয়োজকদের প থেকে বলা হয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রোপটে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী শক্তির উত্থান এবং স্বাধীনতাবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা এবং সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সেভ এন্ড সার্ভ ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশ ইন্টার-রিলিজিয়াস ফোরাম ফর পিস এন্ড হারমনি।এই ফোরাম সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে সংযুক্ত করে দেশজুড়ে সংলাপ, কর্মশালা, সমাবেশের আয়োজন করবে।

ভারত সফরে যেতে পারছেন না বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার তামিম ইকবাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৬।। শঙ্কাটাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। ভারত সফরে বাংলাদেশ পাচ্ছে না তামিম ইকবালকে। পারিবারিক কারণে এই সিরিজ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন অভিজ্ঞ ওপেনার। সন্ধ্যায় এক বিবুতিতে বিসিবি নিশ্চিত করেছে, নিজেকে ভারত সফর থেকে সরিয়ে নিয়েছেন তামিম।

তামিম তার এই বাস্তবতার কথা বিসিবিকে জানিয়ে রেখেছিলেন আগেই। তাই শুক্রবার শুরু হওয়া দলের অনুশীলনে তার 'ব্যাক আপ' হিসেবে রাখা হয় ইমরুল কায়েসকে। স্রেফ আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটু সময় চাইছিলেন তামিম। শেষ পর্যন্ত শনিবার তিনি বোর্ডকে জানিয়ে দেন সিদ্ধান্ত।এই নিয়ে বাংলাদেশের টানা দুটি সিরিজ মিস করতে যাচ্ছেন দেশের সফলতম ব্যাটসম্যান। গত মাসে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ ও আফগানিস্তানের বিপে টেস্ট থেকে তিনি নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাবিরতি। বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী অবশ্য এখনই নিশ্চিত করতে চাইলেন না খবর। তবে ইঙ্গিতটা ঠিকই মিলল তার কথায়।আমরা এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করছিলাম, এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলছি না। তবে পারিবারিক কারণ কিছু থাকলে তো আসলে আর করার কিছু নেই। সেটি আমাদেরকে বিবেচনা করতেই হবে।

সন্তান সম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য দুই-তিন দিনের মধ্যেই ব্যাংকক উড়ে যাবেন তামিম। অন্তত দুই-তিন সপ্তাহ পুরোপুরি থাকতে হবে ক্রিকেটের বাইরে। তাই পারিবারিক জটিলতা কেটে গেলে, একটি টেস্ট খেলার মতো অবস্থা হলেও তার খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই শুধু টি-টোয়েন্টি সিরিজ নয়, বিশেষ কোনো অবস্থা সৃষ্টি না হলে পুরো সফরেই তামিমকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে ধরেই নেওয়া যায়।

বাংলাদেশ দলের জন্য এটি বড় ধাক্কা তো বটেই, তামিমের নিজের জন্যও এটি হতাশার। নতুন মৌসুমের প্রস্তুতির জন্য স্বেচ্ছাবিরতির সময়টায় তিনি দেশের বাইরে নিবিড়ভাবে ফিটনেস ট্রেনিং করেছিলেন। কিন্তু ছিটকে গেলেন মাঠে ফেরার আগেই।তামিমের আগে চোটের কারেণে ভারত সফর থেকে ছিটকে গেছেন তরুণ পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন।

খালেদার বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে আদালত: তথ্যমন্ত্রী হাছান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৬।। কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকারের নয়, আদালত নেবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ।খালেদা জিয়ার স্বজনরা হাসপাতালে দেখা করে এসে দু'সপ্তাহ ধরে কোন চিকিৎসক খালেদা জিয়াকে দেখতে যাননি বলে যে অভিযোগ তুলেছেন, তাও সঠিক নয় বলেছেন তিনি।

শনিবার নগরীর দেওয়ানজী পুকুর পাড়ে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।শুক্রবার বিএসএমএমইউ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়াকে দেখে আসেন তার কয়েকজন স্বজন। সেখান থেকে ফিরে খালেদা জিয়ার বোন সেলিমা ইসলাম জানান, বিএনপি নেত্রীর শারীরিক অবস্থা 'খুই খারাপ'।জামিন হলে তাকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করানোর কথাও বলেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন,বিএনপি নেতা রিজভী আহমেদ সংবাদ সম্মেলন করে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন। আসলে বিএনপি নেতাদের বক্তব্য ও খালেদা জিয়ার বোনসহ আত্মীয় স্বজনরা দেখা করে এসে যা বলেছেন তাদের বক্তব্যর মধ্যে পুরোপুরি মিল, কোনো ব্যতিক্রম নেই।এসব বলে তারা খালেদা জিয়ার জন্য সহানুভুতি আদায়ের চেষ্টা করছেন। এটি করতে গিয়ে বিএনপি নেতারা বরং বেগম জিয়াকে অসম্মানিত করছেন।

আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বলেন,খালেদা জিয়াকে বিদেশ যেতে হলে প্রথমত জামিন পেতে হবে। জামিন পাওয়ার পর আবার আদালতের অনুমতি লাগবে তাকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে পারবে কিনা। সেটা আদালতের ব্যাপার।তিনি জামিন পাবেন কি পাবেন না সেটা সরকারের বিষয় নয় আদালতের ব্যাপার। আদালত যদি তাকে জামিন দেন এবং বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার অনুমতি দেন তাহলেই বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার প্রসঙ্গটি আসে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন,আমি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ কর্তৃপরে সাথে কথা বলেছি, তারা জানিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া নিয়মিত ডিউটি ডাক্তারের চেকআপের মধ্যে রয়েছেন। এছাড়াও সিনিয়র ডাক্তাররা তাকে এক-দু'দিন পরপর দেখতে যান এবং তার স্বাস্থ্য পরীা করেন। তিনি বলেন,খালেদা জিয়ার আর্থাইটিসের সমস্যা দীর্ঘদিনের পুরনো সমস্যা। এগুলো নতুন সমস্যা নয়। এ সমস্যা নিয়েই তিনি দুইবার দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। বিএনপির মতো একটি বড় দলের চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করছেন।

মানুষের বয়স বাড়লে আর্থাইটিসের মতো নানা সমস্যা হয়। তার নতুন করে কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। আত্মীয়-স্বজনরা দেখা করে এসে যে কথাগুলো বলেছেন সেসব নতুন কোনো সমস্যা নয়, পুরনো সমস্যা। তারা যেসব কথা বলেছেন তা সঠিকও নয়।বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মানসম্পন্ন চিকিৎসা হয় উল্লেখ হাছান মাহমুদ বলেন,আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিণে তখন সেখানেই চিকিৎসা নিয়েছেন। সিঙ্গাপুর ও ভারতের দেবী শেঠিসহ বিখ্যাত ডাক্তাররা এসেছিলেন, তারা বলেছিলেন ভারত ও সিঙ্গাপুরে নিয়ে গেলে তাকে যে চিকিৎসা দেওয়া হত, বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে সেই চিকিৎসাই দেওয়া হয়েছে।

খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার জন্য সরকার অত্যন্ত আন্তরিক জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন,দেশে আরও অনেক হাসপাতাল ছিল, তিনি যাতে ভালো চিকিৎসা পান সেজন্যই দেশের সেরা হাসপাতাল বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে রাখা হয়েছে তাকে।

সরকারের নজরদারিতে সকল দুর্নীতিবাজ : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৬।। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, দেশের সকল দুর্নীতিবাজ সরকারের নজরদারিতে রয়েছে। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেলেই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শনিবার ফেনী সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই রাষ্ট্রনায়ক, যিনি শুদ্ধি অভিযান করতে গিয়ে নিজের দলের লোকজনকে দিয়েই অভিযান শুরু করেছেন। দুর্নীতি-মাদক-টেন্ডারবাজিসহ যেকোন সেক্টরে যারা অপরাধ করছে তাদের বিষয়ে তদন্ত চলছে।

দুর্নীতি মামলায় এক সংসদ সদস্যের সাজা ও একাধিক জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে চলমান মামলার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন,স্বাধীন বিচার ব্যবস্থায় সরকার হস্তপে করে না।নুসরাত হত্যার রায়ের মামলায় আসামীদের মধ্যে একজন আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন। তাকেও অপরাধের দায়ে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে। এতে প্রমাণ হয় আওয়ামী লীগে অপরাধীর কোন ছাড় নেই।

খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, খালেদা জিয়ার অসুস্থতাকে পুঁজি করে বিএনপি দূরভিসন্ধি করছে।তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে দলের নেতা ও স্বজনরা যে চিত্র তুলে ধরেন, চিকিৎসকদের অবজারভেশনের সাথে তার মিল নেই। তারা খালেদার শারীরিক অবস্থা নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন, তার চেয়ে বেশি অসুস্থতা নিয়ে আন্দোলনের ইস্যু করতে চায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য মাহবুব-উল আলম হানিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম, ফেনী ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম, ফেনী-২ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন হাজারী, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুর রহমান বিকম, জেলা প্রশাসক মো. ওয়াহিদুজ্জামান, পুলিশ সুপার খোন্দকার নুরন্নবী প্রমুখ।

নুসরাত হত্যা মামলার রায়ে স্বস্তি প্রকাশ সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৬ ।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ফেনীর সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলার রায়ে সরকারের প থেকে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।কাদের বলেন,নুসরাত হত্যা মামলায় ১৬ জনের ফাঁসির রায় হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে বিচারকার্য সম্পাদন হয়েছে। তা অবিশ্বাস্য মনে হলেও এখানে বিচার প্রক্রিয়াটা ত্বরান্বিত হয়েছে, দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য সরকারের প থেকে আমরা স্বস্তি প্রকাশ করছি।

ওবায়দুল কাদের বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন।সড়ক পরিবহন আইন নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে ওবায়দুল কাদের বলেন,আমাদের সবারই প্রত্যাশা ছিল আইনটি বাস্তবায়ন হোক। বিধি-বিধানের বিষয় আছে। আবার পরিবহনের দিক থেকে কিছু বিষয় নিয়ে আপত্তি ছিল। তারপরও এখনো যে যেটা বলুক আইনটা হয়েছে। আইনের কার্যকারিতা জাতির দাবি। এটা আমরা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি।

আইনে বিধি সংযুক্ত হলে কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা জানতে চাইলে ওবায়দুল কাদের বলেন,যাই রয়েছে তাই হয়েছে। কিছু বিধি যোগ হতে পারে। বিধি তো মূল আইনের সংশোধনী, এখানে নেই। বিধি তো হবেই আইন থাকলে। বিধিতে আইনের মূল বিষয় যেগুলো যেমন শাস্তির বিষয় দন্ডের বিষয় এগুলো যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকবে।মন্ত্রী বলেন, সরকার শাস্তির বিধানে কোনো পরিবর্তন না করে সড়ক পরিবহন আইন বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। আগামী ১ নভেম্বর থেকে আইনের বাস্তবায়ন শুরু করা হবে।অপর এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, ভোলার বোরহানউদ্দিনে ফেসবুকের মেসেঞ্জারে একটি স্ক্রিনশটকে কেন্দ্র করে ঘটনায় ভিডিও ফুটেজ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দ্রুততার সঙ্গে এ কাজ হচ্ছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।তিনি বলেন, উক্ত ঘটনার তদন্ত কাজ এগিয়ে চলছে। বিষয়টি নিয়ে ফেসবুক কর্তৃপরে সঙ্গে আলোচনা চলছে। ভিড়িও ফুটেজ থেকে কিছু এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে।

গত ১৮ অক্টোবর নিজের ফেসবুক আইডি হ্যাক হওয়ার অভিযোগে ভোলার বোরহানউদ্দিন থানায় জিডি করেন বিপ্লব চন্দ্র বৈদ্য (২৫) ওরফে শুভ নামের এক যুবক। তার অ্যাকাউন্টের মেসেঞ্জার থেকে মহানবীকে নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য ছড়িয়ে সেই স্ক্রিনশট ব্যবহার করে গত ২০ অক্টোবর থেকে বোরহানউদ্দিনে উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগ করা হয়। পুলিশ বিপ্লবের অ্যাকাউন্ট হ্যাকের প্রমাণ পায় এবং দুই জনকে গ্রেফতার করে।

আগামী এপ্রিলে সিলেট থেকে লন্ডনসহ বিভিন্ন দেশে ফাইট চালু হবে : বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৬।। বেসরকারি বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট মাহবুব আলী বলেছেন, আগামী এপ্রিল মাস থেকে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি লন্ডনে আন্তর্জাতিক ফাইট চলাচল করবে।তিনি জানান, এখনকার মত ঢাকায় বিরতি থাকবে না। এর জন্য এই বিমানবন্দরটিকে আরও আধুনিক করা হবে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বিদেশী পর্যটকদের সুবিধার জন্য মন্ত্রনালয় থেকে শিগগিরই স্পেশাল বাস চালু করা হবে।

তিনি শনিবার হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বিথঙ্গল আখড়ায় ভক্ত নিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন।প্রতিমন্ত্রী বলেন, পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য দেশের সকল পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে একটি স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যটন কেন্দ্র উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী ৩০ কোটি টাকা বরাদ্ধ দিয়েছেন।তিনি বলেন, বিথঙ্গল আখড়ার আধুনিকায়নে সরকারের সহযোগিতা থাকবে। এখানে যাতে বিদেশী পর্যটকরা থাকতে পারে এর জন্য উন্নতমানের আবাসন ও খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।

আখড়ার প্রধান সুকুমার মোহন্ত'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শংকর পালের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন হবিগঞ্জ-২ আসনের এমপি এডভোকেট আব্দুল মজিদ খান, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মহিবুল হক, পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রামচন্দ্র দাশ, বানিয়াচং উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল কাশেম চৌধুরী, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক নুরুল ইসলাম, রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্য স্বামী বেদময়ানন্দ মহারাজ ও ইসকন মন্দিরের অধ্য উদয় গৌর ব্রক্ষ্মচারী।পরে তিনি বানিয়াচং উপজেলার ঐতিহ্যবাহী সাগড়দিঘিসহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

ন্যাম সম্মেলনের সাধারণ বিতর্ক অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৬।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সকালে এখানকার বাকু কংগ্রেস সেন্টারের প্ল্যানারী হলে ১৮তম ন্যাম সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন।

শেখ হাসিনা এবং সম্মেলনে যোগদানকারী অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দ এদিন বিকেলে অনুষ্ঠেয় দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনেও যোগ দেবেন।বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং অংশগ্রহণকারী দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ বাকু কংগ্রেস সেন্টারে অনুষ্ঠেয় এই অনুষ্ঠানে বাকু ঘোষণা গ্রহণ করবেন।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী শনিবার সম্মেলনের সাইড লাইনে বাকু কংগ্রেস সেন্টারের দ্বিপাকি বুথে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম এলিয়েভ এবং নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শার্মা ওলী'র সঙ্গেও বৈঠকে মিলিত হবেন।পাশাপাশি, সন্ধ্যায় হোটেল হিলটনে তাঁর সম্মানে আজারবাইজানের দায়িত্বপ্রাপ্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মো. আল্লামা সিদ্দিকি আয়েজিত নৈশ ভোজেও যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত হত্যা মামলার রায়ে অধ্য সিরাজসহ ১৬ জনকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৬।। ফেনীর সোনাগাজীর মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলার রায়ে সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার বরখাস্তকৃত অধ্য সিরাজউদ্দৌলাসহ ১৬ জনকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মামুনুর রশিদ আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।রায়ে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ১ লাখ টাকা করে জারিমানাও করা হয়।

রায়ে জরিমানার অর্থ আইন মোতাবেক আদায় করে নুসরাতের পিতামাতাকে দেয়ার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফেনীকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।এসময় ১৬ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। এর আগে সকালে প্রিজন ভ্যানে করে তাদের ফেনী জেলা কারাগার থেকে আদালতের হাজতখানায় আনা হয়।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্তরা হলেন, সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার বরখাস্তকৃত অধ্য সিরাজউদ্দৌলা, রুহুল আমিন, সোনাগাজী পৌরসভার কাউন্সিলর মাকসুদুল আলম, মাদ্রাসার শিক আবদুল কাদের, প্রভাষক আফসার উদ্দিন, মাদ্রাসার ছাত্র নূর উদ্দিন, শাহাদাত হোসেন শামীম, সাইফুর রহমান মোহাম্মদ যোবায়ের, জাবেদ হোসেন ওরফে সাখাওয়াত হোসেন জাবেদ, কামরুন নাহার মনি, উম্মে সুলতানা পপি ওরফে তুহিন, আবদুর রহিম শরিফ, ইফতেখার উদ্দিন রানা, ইমরান হোসেন মামুন, মোহাম্মদ শামীম ও মহি উদ্দিন শাকিল।

বিচারক সকাল ১১ টা ১০ মিনিটে মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড আখ্যায়িত করে এ রায় পাঠ শুরু করেন। এ রায়ে বিচারক আসামীদের অপরাধের বিবরণ উল্লেখ করেন।রায়ে সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার বরখাস্তকৃত অধ্য সিরাজুদ্দৌলাকে, ভিকটিম নুসরাতকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার নির্দেশদাতা উল্লেখ করা হয়।এছাড়া অন্যান্য আসামিদের নুসরাতকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার পরিকল্পনাকারী, বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয়া ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করা এবং পরিকল্পনা মাফিক গেটের বাইরে পাহারা দেয়া, নুসরাতের গায়ে আগুন দেবার জন্য কেরোসিন সংগ্রহ, নুসরাতকে হাত পা বেঁধে ছাদে ফেলে দিয়ে তার মুখ ও মাথা চেপে ধরে আগুন দেয়ায় সরাসরি অংশগ্রহন করার জন্য দায়ী করেন।

এছাড়া অপর আসামীদের তাকে হত্যার পরিকল্পনা, বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয়া, হত্যায় সহযোগিতা প্রদান, অগ্নিসংযোগ ঘটানোর জন্য ১০ হাজার

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যখন তখন ওষুধ খাচ্ছেন পরিনাম জানেন তো !

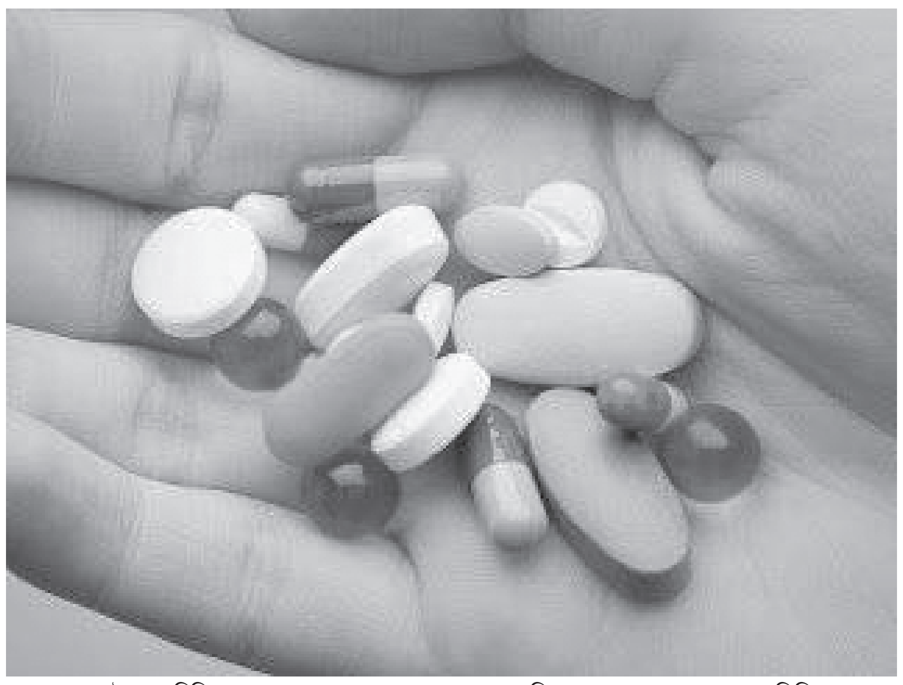

আমাদের ব্যস্ত জীবনে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় খুব কম। এদিক সেদিক আপনাকে দৌড়াতে হয়, শরীরের দিকে একমদই যত্ন হয় না। অনিয়ম আর বেখেয়ালে শরীর ভেঙে পড়তে থাকে, বিভিন্ন ব্যথা, জড়তা শরীরে বাসা বাঁধে। খাওয়া-ঘুম সময়মতো এবং পর্যাপ্ত হয় না বলেই শারীরিক সমস্যা চলতেই থাকে। সমস্যা হলো, ভুগতে ভুগতে ভাবলেন আপনি তো পিছিয়ে পড়ছেন। তখনই মনে হলো আপনার চিকিতসা দরকার। চিকিতসকের কাছে যেতে হলে সময় দরকার, টাকাপয়সাও খরচ করতে হবে। আর চিকিতসক যে ওষুধ দেবে তা তো আপনিও জানেন। ফলে কী করলেন, নিজেই ফার্মেসি থেকে কিনে ইচ্ছামতো পাতাভরে ওষুধ খেয়ে ফেললেন। হয়ত সুস্থবোধ হলো, ফলাফলটা কী হলো সেটা কি ভাবলেন ?এই যে না বুঝে শুনে ব্যথা হলে, জ্বর হলে, সর্দিকাশি বা উচ্চরক্তচাপে নিজে ওষুধ কিনে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই। যখন তখন যেকোনো ওষুধ খেয়ে বসলে রোগ না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। একজন চিকিতসকই ভালো করে বলতে পারবেন যে কোন ওষুধের কী কাজ, সেটা কাকে কখন দেওয়া যাবে। নিজে ওষুধ খেলে এসব বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কাও বেশি। ব্যথার ওষুধ না জেনে খেলে শরীরের অন্দরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই ওষুধই কখনো বিষ হয়ে ধরা দেবে, টের পাবেন না।কী কী সমস্যা হতে পারেআমরা ভাবি ভিটামিন ''এ'' বা কৃমির ওষুধ নিজে থেকে খেলে বুঝি কিছু হয় না। কিন্তু এগুলোর মতো সাধারণ ওষুধ গর্ভের শিশুর মারাত্মক ক্ষতি করে। লিভারের রোগীর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ হতে পারে মারাত্মক ক্ষতির কারণ।মোটা হয় না বলে অনেকেরই অনেক কষ্ট থাকে। মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড ওষুধ খান অনেকে। এর ফলে মারাত্মক কুশিং সিনড্রোমে (কর্টিসল হরমোনের নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সকল সমস্যা) আক্রান্ত হন। এটা বয়ে বেড়াতে হয়। আবার হুট করে চিকিতসকের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ বন্ধ করে দিলেও অনেক বিপদ হতে পারে।গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় আন্দাজে দিনের পর দিন ওষুধ খেয়েই চলেছেন। কিন্তু সাধারণ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ওমিপ্রাজল না বুঝে এক বছরের বেশি খেলে অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া এটি পাকস্থলীতেও সমস্যা করতে পারে। আলসার, ডায়রিয়ার মতো সমস্যা বেশি হয় আপনার অজান্তেই।জ্বর-সর্দি আর গায়ে ব্যথায় প্যারাসিটামল সবাই খায়। প্যারাসিটামলের মূল নাম এসিটামিনোফ্যান, বড় কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু যখন তখন বেশি করে খেলে এটি যকৃত অকার্যকর করে দিতে পারে। যাদের আগে থেকে যকৃতে সমস্যা আছে, মদ্যপান বেশি করেন, অন্যান্য ওষুধ খান- তাঁদের জন্য এই প্যারাসিটামল বিপর্যয় আনতে পারে। বিভিন্ন ব্যথার রোগীরা নিয়মিত ব্যথানাশক খান। এতে কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ব্যথানাশকে পাকস্থলীর আলসার হয়, রক্তক্ষরণও হতে পারে।হাড় ক্ষয় কমাতে আর হাড় মজবুত করতে ক্যালসিয়াম খাওয়ার প্রবণতা আমাদের রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু ক্যালসিয়াম দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে হৃদরোগ-স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তে পারে, কিডনিতে পাথরও হতে পারে।আবার এমন অনেক ধরনের ওষুধ আছে যেগুলো না বুঝে খেলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়াও এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলো না জেনে খেলে অ্যালার্জি হতে পারে।মাথায় রাখুন কিছু বিষয়১. বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থায়, লিভার বা কিডনির রোগে) সাধারণ ওষুধ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়, তাও চিকিতসকের পরামর্শেই ব্যবহার করতে হবে। শুধু ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে ওষুধ কেনা উচিত। কেনার সময়ে আগে মেয়াদ দেখে নিন।২. চিকিতসক ওষুধের যে নিয়ম বলে দেবেন (কতটুকু ওষুধ খেতে হবে, সেটা কতক্ষণ পরপর, কতদিন খেতে হবে, খাবার আগে না পরে খাবেন) তা মেনে ওষুধ খাবেন। ব্যবস্থাপত্র ছাড়াও সেটা অন্য কোথাও আপনার বোঝার সুবিধার্থে সহজ করে লিখে রাখুন। অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে থেকে ওষুধের কোনো মাত্রাই পরিবর্তন করবেন না।৩. অনেকে একবার চিকিতসকের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বার বার সেটা দেখিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যে ওষুধ যতদিন খেতে বলা হয়েছে, ততদিনই খাওয়া যাবে। আবার সেই একই অসুখ হলেও ঐ ওষুধ কাজ নাও করতে পারে।৪. সামান্য রোগে উতলা হয়ে ব্যথা বা যন্ত্রণা কমাতে ওষুধ খেয়ে নেবেন না। আর রোগ সেরে গেছে ভেবে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। সুস্থ হয়ে গেলেও ওষুধের পুরো কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। কোনো সমস্যা হলে চিকিতসকের পরামর্শ নিন।৫. একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিক বা অন্যান্য পদ্ধতির চিকিতসা চললে তা চিকিতসককে অবশ্যই জানাবেন। আর যে ওষুধ যেভাবে সংরক্ষণ করতে বলা হবে, সেভাবেই করবেন। ফ্রিজে বা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা উল্লেখ করে দিলে সেভাবেই রাখবেন।৬. ফার্মেসিতে অনেক সময় প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ না দিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য কোম্পানি বা একই ধরনের ওষুধ দিয়ে দেন। এটা কখনই মেনে নেবেন না। চিকিতসক যা দেবে, আপনি সেটাই কিনবেন।

বিগবসের ঘরেই ''মিটু'', দেবলীনার নিশানায় সিদ্ধার্থ

মুম্বই: বিতর্ক ছাড়া রিয়্যালিটি শো বিগ বস অসম্পূর্ণ। বিগ বস সিজন ১৩-ও বিতর্কে পিছিয়ে নেই। এই সিজনের অন্যতম জনপ্রিয় প্রতিযোগী সিদ্ধার্থ শুক্লা ও দেবলীনা ভট্টাচার্য। সম্প্রতি একটি টাস্ক ঘিরে দুজনের মধ্যে বচসা খুব খারাপ জায়গায় পৌঁছয়।টাস্কটি ঘিরে প্রথম থেকেই দুই দলের মধ্যে সমস্যা লেগেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যখন সিদ্ধার্থ শুক্ল টাস্ক চলাকালীন দেবলীনাকে স্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার প্রতিবাদ করেন দেবলীনা। এমনকী, দেবলীনা টাস্কের সময়ই হুঁশিয়ারি দেন, তিনি সিদ্ধার্থের নামে মিটু অভিযোগ আনবেন। এর পরেই দুজনের মধ্যে বচসা আরও খারাপ জায়গায় পৌঁছয়। এছাড়াও সিদ্ধার্থ তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ দেবলীনার।বিগবসে এর আগেও বিভিন্ন বিষয়ে ধৈর্য হারিয়েছেন তিনি দেবলীনা ভট্টাচার্য। কিছুদিন আগে বিগবসের আর এক প্রতিযোগী শেহনাজ গিলের সঙ্গেও বচসা জড়ান তিনি।

পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে দেবলীনা শেহনাজকে চড় পর্যন্ত মারেন। শেহনাজও তাঁকে ফিরে মারতে যান। সেই পরিস্থিতি সামাল দেন আরতি সিং। একটি টাস্ককে ঘিরেই এই ঘটনা ঘটে। ফলে বিগবসকে ততক্ষণাত এই টাস্ক বন্ধ করতে হয়।তবে সিদ্ধার্থও অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে একাধিকবার দুর্ব্যবহার করেছেন।

সেই জন্য নেটিজেনদের কাছে অনবরত সমালোচিত হচ্ছেন তিনি। তবে বিগবস এখনও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করেনি।এই বিগবসের অন্যান্য জনপ্রিয় প্রতিযোগীদের মধ্যে রয়েছেন রশমি দেসাই, পরস ছাবড়া, মাহিরা শর্মা। এই সিজনে সলমন খানের সঙ্গে সহ-সঞ্চালিকা হিসেবে রয়েছেন আমিশা পটেল।

যে শহরে সেলফি স্টিক নিষিদ্ধ !

ইদানীং সেলফি হাওয়ায় ভেসে বেড়ান অনেকেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিত্যনতুন সেলফি আপলোড করে আলোচনা সমালোচনায়ও আসছেন। আবার ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় সেলফি তুলতে গিয়ে মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর ঘটনাও ঘটেছে। যদিও এসবের কারণে সেলফি তোলা থেমে নেই তবে ইতালির এক শহরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেলফি স্টিক।হ্যাঁ ইতালির মিলান শহরে সেলফি স্টিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওই শহরে সেলফি স্টিকের পাশাপাশি কাচের বোতল এবং খাদ্যবোঝাই ট্রাকও চলাচল নিষিদ্ধ। মূলত পাবলিক প্লেসে এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। শহরটিতে উগ্র আচরণ নিয়ন্ত্রণে, নিরাপত্তার স্বার্থে এই নিয়মগুলো জারি হয়েছে।বর্তমানে গ্রীষ্মকালে সাময়িকভাবে যা কার্যকর থাকছে (১৩ আগস্ট পর্যন্ত)। প্রতিক্রিয়া দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।সেলফি স্টিকের মতো এক্সটেনশন পোলগুলো অতিথিদের নিরাপত্তার জন্য চিন্তার কারণ হওয়ায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো টেনে লম্বা করার কারণে তা পর্যটকদের জন্য সমস্যার হতে পারে। এসব স্টিক কোথাও লেগেও দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।নতুন দুটি অ্যাকশন ক্যামেরা বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে গোপ্রো। ১৫ ও ২৪ অক্টোবর বাজারে ছাড়া হবে যথাক্রমে নতুন হিরো ৮ ব্ল্যাক এবং ম্যাক্স।সেলফি স্টিক বা অন্য যেকোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত করার জন্য নিজস্ব মাউন্ট থাকছে গোপ্রো হিরো ৮ ব্ল্যাকে। এখন থেকে আলাদা ফ্রেমের প্রয়োজন পড়বে না। ফোরকেসহ উচ্চ মানের রেজল্যুশনে ভিডিও ধারণ করতে পারে ক্যামেরাটি। এ ছাড়া গোপ্রোর দ্বিতীয় প্রজন্মের ডিজিটাল স্ট্যাবিলাইজেশন প্রযুক্তি হাইপারস্মুদ ২.০ সংস্করণে ভিডিও করার সময় ক্যামেরা নড়লেও ভিডিও চিত্রে তার প্রভাব পড়বে না। ক্যামেরাটির টাইমওয়ার্প সুবিধাও হালনাগাদ করা হয়েছে। তবে লেন্স বদল করার সুযোগ নেই এতে। এর বদলে নতুন নকশায় শটগান মাইক, ভ্লগিংয়ের জন্য ডিসপ্লে এবং এলইডি লাইটের মতো বিভিন্ন আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সুবিধা যুক্ত করার সুবিধা থাকছে। গোপ্রো যাকে বলছে মড।

প্রিয়াঙ্কার ব্যান্দ্রার ফ্লাটে শাহিদ

প্রেসকার্ড নিউজ ডেস্ক ; সম্প্রতি ''নো ফিল্টার নেহা''-তে হাজির হন শাহিদ কাপুর। সেখানেই তাঁকে প্রাক্তন বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রাক্তন বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কীভাবে নিক জোনাসের সঙ্গে তাঁর সংসার টিকিয়ে রাখবেন, এমন প্রশ্নই করা হয় শাহিদ কাপুরকে।যার উত্তরে শাহিদ বলেন, প্রিয়াঙ্কা এবং নিক দু''জনে পৃথক পৃথক জায়গা থেকে এসেছেন। তাই একে অপরকে আরও ভালভাবে বোঝা উচিত বলে মন্তব্য করেন শাহিদ। প্রসঙ্গত, ''কামিনে''-র শ্যুটিংয়ের সময় থেকেই নাকি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং শাহিদ কাপুর ''ডেট'' শুরু করেন। যদিও কেউ কখনও তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেননি। এমনকী, শাহিদ-প্রিয়াঙ্কা একে অপরের ভাল বন্ধু বলেই বার বার দাবি করেছেন শাহিদ কাপুর এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। প্রসঙ্গত ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মুম্বইয়ের ব্যান্দ্রার ফ্লাটে হাজির হয় আয়কর দফতর। জানা যায়, ওই সময় প্রিয়াঙ্কার ফ্লাটে ছিলেন শাহিদ কাপুর। আয়কর আধিকারিকদের সামনে পড়ে ওইদিন দুজনেই চমকে যান। ওই সময় প্রিয়াঙ্কার ফ্লাট ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারেননি শাহিদ। ফলে আয়কর আধিকারিকদের তল্লাসির সময় সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন শাহিদ কাপুর। যে খবর প্রকাশ্যে আসার পর জোর শোরগোল শুরু হয়ে যায়।

মেকাপের দুর্বলতা ছাড়িয়ে নজর কাড়ে অভিনয়ের দক্ষতা, সন্ড কী আঁখ

গল্পঃ সত্য ঘটনা অবলম্বণে তৈরি এই ছবির পরতে পরতে মিশে রয়েছে এক না বলা গল্পের রেশ। দুই বৃদ্ধা বন্দুকবাজদের গল্প নিয়েই তৈরি সন্ড কি অঁখ ছবি। ষাঠ বছরের বেশি বয়সের দুই বৃদ্ধার অনবদ্য লক্ষ্যভেদের ইতিহাসই তুলে ধরল এই ছবি।

শুধথু দুই বৃদ্ধাই নয়, তাঁরা তাঁদের নাতনীদেরও নিশানায় পাক্কা তৈরি করতে উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু এক সময় এই রহস্য আর গোপন রাখা সম্ভব হয় না, তখনই বদলে যায় গল্পের মোড়।অভিনয়ঃ অনবদ্য তাপসী পান্নু ও ভুমি পেডনেকরের অভিনয়। দুই নায়িকাই একে অন্যকে টেক্কা দিয়ে পর্দায় ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। গল্পের উদর্ে গিয়েই অভিনয়ের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন তাঁরা। গৃহ বধূ থেকে শুরু করে বন্দুক বাজ, প্রতিটি বয়সের ভাঁজেই তাঁরা যেন পার্ফেক্ট।চিত্রনাট্যঃ ছবির টিত্রনাট্য খুব যত্নের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। উত্তরপ্রদেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার একটি ছাপ চোখে পড়ে এই ছবিতে। যেখানে মেয়েদের সমাজে পরিচিতি বলে কিছু থাকে না। কেবল মাত্র ওড়নার রঙ দিয়েই কেটে যেত একটা মেয়ের জীবন। এমনই এক পরিবার থেকে উঠে এসে ঘুড়ে দাঁড়ানোর গল্প বলে এই ছবি।সিনেম্যাটোগ্রাফিঃ সিনেম্যাটোগ্রাফি অনবদ্য। ক্যামেরার কাজ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে মেকাপ আরও একটু ভালো হতে পাড়ত। অধিকাংশ সময়ই দেখে মনে হয় জোর করে মেকাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও ছবির এই খামতিকে শক্ত হাতে কাটিয়ে উঠেছেন তাপসী ও ভূমি। গল্প কোথাও গিয়ে যেন খানিক দর্শকদের এক পেশে মনে হতে পারে। তবে তা যে অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম, সেই বিষয় কোনও দ্বিমত নেই।পরিচালনাঃ ছবির পরিচালনায় বিশেষ কোনও খামতি রাখেননি পরিচালক। অনবদ্য গল্প বলার ধরন। ছবির দুই অর্ধে খুব সুক্ষ্ম ভারসাম্য ধরে রাখা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ঘরোয়া পরিবেশ থেকে শুরু করে গ্রামীণ মানুষদের চিত্রায়ণ বেজায় সকলের নজর কাড়ে। তবে গল্পকে আরও একটু ফিল্মি কায়দায় তুলে ধরতে গিয়ে মাঝে মধ্যে বিষয়বস্তু থেকে খানিক সরতে হয়েছে পরিচালককে।

প্রথম দিনেই বাজিমাত ''হাউসফুল ৪'', দেখুন বক্স অফিস কালেকশন

দু দশকেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে বলিউডে। একের পর এক হিট ছবি করে বলিউডে নিজের জায়গাটাও বেশ পাকা করে নিয়েছেন তিনি। মার্শাল আর্টেও রীতিমতো দক্ষতা রয়েছে তার। আর সেই কারণের জন্যই বলিউডের খিলাড়ি নামেও তিনি পরিচিত। তিনি হলেন বলিউডের অক্ষয় কুমার।অক্ষয় কুমার মানেই বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ, অক্ষয় কুমার মানেই হিটের ফর্মুলা, আবার অক্ষয় কুমার মানেই বক্স অফিসে লক্ষ্মীলাভের প্রধান উপকরণ। একের পর এক হিট ছবি দিয়ে তিনি বাজিমাত করছেন বক্স অফিস। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি যে যে ছবিতে কাজ করেছেন সেগুলিই হিটের তকমা পেয়েছে। এই বয়সে এসেও তিনি বাজিমাত করছেন।আরও পড়ুন-দিল্লীর এক ক্লাব পার্টিতে গৌরীকে প্রথম দেখেন শাহরুখ, আর প্রথম দেখাতেই পড়েন প্রেমে...কালই মুক্তি পেয়েছে ফারহাদ শামজি পরিচালিত ''হাউজফুল ৪''। দিওয়ালির ধামাকা ফাটিয়ে দিয়েছে বলিউডের আক্কি।ছবিটিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, রীতেশ দেশমুখ, ববি দেওল, কৃতি শ্যাননন আরও প্রমুখ। একদিকে ''হাউজফুল ৪'' আর অন্যদিকে ''মেড ইন চায়না''-সমানে সমানে টক্কর চলছিল ছবি দুটির। টক্করে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছে ''হাউজফুল ৪'' ছবিটি।''হাউজফুল'' ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম দুটি ছবি যেভাবে দর্শকদের মনে ধরেছিল সেদিক থেকে দেখতে গেলে''হাউজফুল ৩'' বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে এই ছবির ক্ষেত্রেও অনেকটাই তেমনই ধারণা হয়েছিল সবার।কারণ কমেডি ছবির দুনিয়ায় সাজিদ-ফারহাদের যথেষ্ঠ নাম ডাক রয়েছে। কিন্তু অর্ধেক আসন ভরানোর দৌড়ে এবার তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সেসব কিছুকে পিছনে ফেলে প্রথম দিনেই ছবিটি ১৮ কোটি ৮৫ লাখ টাকার ব্যবসা করে বক্স অফিস বাজিমাত করেছে। এখনও পর্যন্ত কমেডি ছবির ট্রেন্ডে প্রথম দিনের ব্যবসার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিল এই ছবি। প্রথম স্থানে রয়েছে রোহিত শেট্টি পরিচালিত ''গোলমাল এগেনই''।

জেলে রাত কাটিয়েছিলেন, ভয়ঙ্কর অতীতের কথা নিজেই জানালেন শাহরুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেরিয়ারের শুরুতে নাকি জেল খাটতে হয়েছিল কিং খান। এমন কথা কি আগে কখনও শিখেছেন? তবে কথাটা এক্কেবারেই সত্যি। সম্প্রতি, ডেভিড লেটারম্যান সঞ্চলনায় নেটফ্লিক্সে ''মাই নেক্সড গেস্ট নিডস নো ইন্টোডাকশন'' এসে এমনই কঠিন সত্যি স্বীকার করে নিয়েছেন বলিউড বাদশা।জানেন কী ঘটেছিল শাহরুখের সঙ্গে?শাহরুখের কথায়, """সেসময় সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। এত টিভি চ্যানেল, অনলাইন মাধ্যমও ছিল না। ছিল বলতে খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন। আর যেহেতু সেসময় আমি এক্কেবারেই বলিউডে নতুন ছিলাম, তাই আমার সম্পর্কে প্রকাশিত যেকোনও ভুলভাল খবরে আমি ভীষণই রেগে যেতাম। এমনই একটি খবরে আমি ভীষই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ওই ম্যাগাজিনের সম্পাদককে ফোন করে প্রশ্ন করে বসেছিলাম, এই প্রতিবেদন টা কি আপনি লিখেছেন? উনি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এটা নেহাতই মজা, এতে রাগার কিছুই নেই। আমি পাল্টা প্রশ্ন করি, এটাকে আপনার মজার বিষয় মনে হচ্ছে? এরপরই আমি ওনার অফিসে যাই, আর ওনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলি।"""শাহরুখ আরও জানান, """এরপর আমি একদিন শ্যুটিং করছিলাম, পুলিস এসে খুব নমনীয়ভাবেই আমায় বলে, আপনাকে বেশকিছু প্রশ্ন করার আছে। আর এরপরেই যখন আমায় জেলে ভরে দেওয়া হল, তখন আমি বুঝতে পারলাম, জায়গাটা কী অসম্ভব অপরিষ্কার। দেখি একটা ছোট্ট কয়েদখানার মধ্যেই অসংখ্য লোকজন থাকে। খুব খারাপ একটা পরিবেশ। পরে অবশ্য আমি পুলিসকে অনুরোধ করি আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, বলি এমনটা আর কখনও হবে না। তাঁরা আমাকে ছেড়েও দেন। """এখানেই অবশ্য শেষ নয়, ডেভিড লেটারম্যানের শো ''মাই নেক্সড গেস্ট নিডস নো ইন্টোডাকশন''-এ এসে আরও অনেক কথাই শেয়ার করেছেন শাহরুখ। যাঁর ঝলক মিলেছে শোয়ের ট্রেলারে।''জানবাজ''-এর শ্যুটিংয়ে কৌশানির সঙ্গে রোম্যান্টিক দৃশ্যে বাড়াবাড়ি হলেই বাবার ধমক খেয়েছি: বনিপ্রসঙ্গত শাহরুখকে শেষবার দেখা গেছে আনন্দ এল রাই-এর জিরো ছবিতে। ছবিটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ার পর থেকে আপাতত বড়পর্দা থেকে দূরেই রয়েছেন কিং খান।

আমার ছেলে অভিনেতা হবে না: শাহরুখ খান

নিজস্ব প্রতিবেদন : ছেলের মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার রসদ নেই। তবে একজন ভাল লেখক হওয়ার প্রতিভা আছে। আরিয়ানের কেরিয়ারের বিষয়ে বলতে গিয়ে এমনটাই বললেন শাহরুখ খান। ছেলে আরিয়ানও যে অভিনয় করার বিষয়ে আগ্রহী না, সেটাও জানালেন তিনি।ডেভিড লেটারম্যানের এক টক শোতে হাজির ছিলেন শাহরুখ। সেখানে অভিনয় ছাড়াও বিভিন্ন বক্তিগত বিষয়েও আলোচনা করতে দেখা যায় কিং খানকে। ছোটবেলা, গৌরির সঙ্গে সম্পর্ক, অভিনয় জীবন ইত্যাদি বিষয়ে খুল্লামখুল্লা ছিলেন বাদশা। আলোচনার মাঝেই উঠে আসে ছেলে আরিয়ানের প্রসঙ্গ। সেখানেই শাহরুখ বলেন, 'ওর(আরিয়ান) মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার রসদ নেই। তবে একজন ভাল লেখক হওয়ার প্রতিভা আছে।' তবে এটা যে কেবলমাত্র শাহরুখের নিজের উপলব্ধি তা কিন্তু নয়। বাদশা জানান, ছেলে আরিয়ান নিজেই একদিন তাঁকে এসে জানান যে তিনি অভিনেতা হতে চান না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরিয়ান বলেন, 'আমি অভিনয় করব না। কারণ আমি অভিনয় করতে গেলেই সবাই আমাকে বাবার সঙ্গে তুলনা করবে।' শাহরুখ নিজেও মনে করেন যে সেটি একটি বড় সমস্যা হয়ে ওঠতে পারে।এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় ফিল্ম স্কুলে পড়াশুনা করছেন আরিয়ান। তবে, অভিনয় নয়, সিনেমার পরিচালনা ও স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়েই ঝোঁক তাঁর। আর ছেলের সেই ইচ্ছাকেই সমর্থন করতে চান কিং খান। তবে, শাহরুখের মেয়ে সুহানা আপাতত অভিনয়ে মন দিতে চান। ইতিমধ্যে একটি শর্ট ফিল্মেও অভিনয় সেরে ফেলেছেন তিনি।

পছন্দের চিনাবাদামের এত গুন আগে জানা ছিল কি !

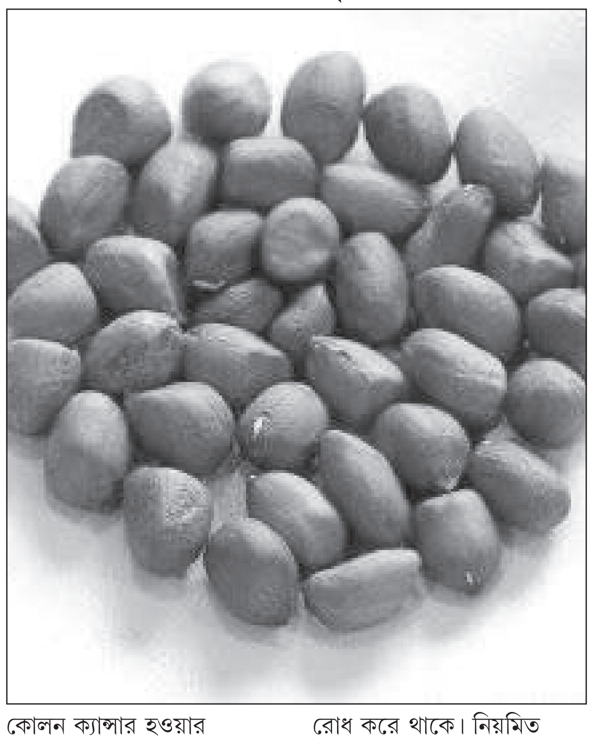

চিনাবাদাম অনেকেরই বেশ পছন্দের একটি খাবার। পার্ক কিংবা লেকের পাশে বসে আছেন আর চিনাবাদাম খাবেন না, তা কী করে হয়! আপনি হয়তো স্বাদের জন্য চিনাবাদাম খাচ্ছেন, কিন্তু এই চিনাবাদামেরও রয়েছে বিস্ময়কর কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা।* সোডিয়ামের মাত্রা কমানোলবণ খাওয়া অনেকের অভ্যাস। লবণ শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি করে থাকে। কিন্তু চিনাবাদামে লবণ মিশিয়ে খেতে পারেন, এটি আপনার লবণ খাওয়ার আগ্রহ পূরণ করে থাকে, আবার সোডিয়ামের মাত্রাও বৃদ্ধি করে না।* ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখতেচিনাবাদাম ২১ু পর্যন্ত ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করে। এটি শর্করা শোষনকে ধীরগতি করে থাকে। সকালের জলখাবারে চিনাবাদাম রাখুন, এটি সারাদিন আপনার ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ রাখবে। * পাকস্থলির পাথর দূরচিনাবাদাম পাকস্থলির পাথর দূর করতে সাহায্য করে থাকে। এক আউন্স চিনাবাদাম অথবা চিনাবাদামের মাখন পাকস্থলির পাথর ২৫ু পর্যন্ত দূর করে থাকে।* ক্যান্সার প্রতিরোধেচিনাবাদামে পলি-ফেনোলিক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা পাকস্থলি ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে সপ্তাহে দুইবার চিনাবাদাম খাওয়া ২৭ু পুরুষ এবং ৫৮ু মহিলাদের কোলন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে থাকে।* হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতেএকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে বলা হয়, যারা নিয়মিত চিনাবাদাম খেয়ে থাকেন, তাদের ৩৫ু পর্যন্ত হার্টের রোগ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। এছাড়া চিনাবাদাম খারাপ কোলেস্টেরল দূর করে ভাল কোলেস্টেরল তৈরি করে, যা হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখে।* হতাশা দূর করতেসেরোটোনিন নামক উপাদান হতাশা দূর করে থাকে। চিনাবাদামে থাকা ট্রিপটোফেন উপাদান হতাশা রোধ করে থাকে। নিয়মিত চিনাবাদাম খাওয়ার অভ্যাস করুন অথবা প্রতি সপ্তাহে দুই টেবিল চামচ পিনাট বাটার খান। এটি হতাশা কাটাতে সাহায্য করবে।* ত্বক সুস্থ রাখেচিনাবাদামের ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই রিংকেল, বলিরেখা এবং ত্বকে বয়সের ছাপ পড়া রোধ করে থাকে। এতে রিসভেরাটোল যা সাধারণত রেড ওয়াইন এবং আঙ্গুরের রসে পাওয়া যায়, যা ত্বক সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং ত্বক থেকে টক্সিন পর্দাথ দূর করে।

আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষ্যে স্বস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান রাজ্যপাল রমেশ বাইশ। ছবি- নিজস্ব।

প্রেসিডেন্সির অবস্থান-আন্দোলন সাময়িক স্থগিত

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : শনিবার ভোর থেকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান-আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত করল ইন্ডিপেন্ডেন্টস কনসোলিডেশন (আইসি)। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জারি করা নির্বাচন নির্দেশিকা গণতান্ত্রিক অধিকারকেই খর্ব করেছিল ছত্রে ছত্রে এই অভিযোগে মঙ্গলবার বিকেল থেকে অবস্থান করে আই সি।

আইসি-তরফে সায়ন চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, হোক ইউনিয়ন" আন্দোলন রাজপথে রাজপথে, যৌবনের অলিন্দে বুনে দিয়েছিল এমন এক ইউনিয়নের স্বপ্ন, যেখানে রক্ষিত হবে সকল সাধারণ ছাত্রীছাত্র"র গণতান্ত্রিক অধিকার। পঁচাত্তর ঘন্টা পর, কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় কিছু দাবী মানতে। এই পরিস্থিতির ভিত্তিতে আজ আমরা অবস্থান-আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত করলাম বটে, তবে ৩১ অক্টোবর ক্যাম্পাস খুললেই সম্পূর্ণ স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন নির্বাচনের জন্য আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।

আইসি-র অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ সকল ছাত্রছাত্রী মঞ্চ/সংগঠনের সঙ্গে প্রকাশ্য আলোচনা ছাড়াই এই নির্দেশিকা জারি করে। অন্যান্য সংগঠনের সাথে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে গোপন আলোচনা করেছিল কিনা তা জানা নেই, তবে আই.সি-র সঙ্গে তারা এই বিষয়ে কিছুই আলোচনা করেননি। দ্বিতীয়ত, কর্তৃপক্ষ এমন সময়ে নির্বাচন নির্দেশিকা জারি করেন, যে সময়ে ছাত্রছাত্রীদের মিড-সেম পরীক্ষা চলার কথা। সেই সময়ে থাকার কথা বেশ কিছু ডিপার্টমেন্টের এক্সকারশান। ছাত্রছাত্রীদের মতামতকে উপেক্ষা করে কীভাবে কর্তৃপক্ষ পারে ছাত্রী-ছাত্র সংসদ নির্বাচন করাতে? এই ধরনের নানা গণতান্ত্রিক প্রশ্ন নিয়ে আই.সি এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ দলহীন ছাত্রীছাত্ররা শুরু করে অনড় প্রতিস্পর্ধী অবস্থান। অবস্থান-আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ জানান যে, নির্বাচনের সময়ে কোনও মিড-সেম পরীক্ষা তারা রাখবেন না এবং সবকটি বিভাগীয় এক্সকারশান তারা পিছিয়ে দেবেন।

মেঘের ঘনঘটার সঙ্গে ঠান্ডার অনুভূতি, আগাম শীতের নিশ্চিত করল না হাওয়া দফতর

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : শনিবার থেকেই আবহাওয়া উন্নতি হবে, কমবে বৃষ্টি এমনটাই জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কিন্তু এদিন সকাল থেকেও আকাশে রয়েছে মেঘের ঘনঘটার সঙ্গে ছিল অদ্ভুত শিরশিরানি। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে ঠান্ডা হাওয়া বইছে দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস যথেষ্ট শুষ্ক এবং রুক্ষ। এথেকে অনেকেই বলছেন, তাহলে কি কালীপুজোর আগেই এবার শীত পড়ছে। একটা সময় ছিল দুর্গাপুজোর পর থেকেই বাতাসে একটা ঠান্ডার অনুভব করতে পারতেন দক্ষিণবঙ্গবাসী। কালীপুজোর আগে তো মোটামুটি ঠান্ডা পড়েও যেত। কিন্তু গত কয়েক বছরে এমন দৃশ্য দেখা যায়নি দক্ষিণবঙ্গে। বরং শীতের আশায় হাপিত্যেশ করেছে আমজনতা। কালীপুজো, ভাইফেঁটা সব পেরিয়ে গেলেও শীতের দেখা মিলেছে বহু দেরিতে। তবে চলতি বছর বোধহয় সব ট্রেন্ড ভেঙে রেকর্ড গড়ে আসতে চলেছে শীত। আবহাওয়া দফতর এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে এখনও কিছু জানায়নি। তবে গত কয়েকদিনের নাগাড়ে বৃষ্টির ফলে পারদ যে এক ধাক্কায় বেশ খানিকটা নামতে পারে সেই পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিলেন আবহবিদরা। শনিবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ শহরের তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাতের দিকে পারদ আরও নামতে পারে বলেই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। আজ শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেলসসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।

দীপাবলিতে বাজি ব্যবসায়ী সাজিয়ে বসেছে বাজির পশরা। ছবি- নিজস্ব।

চারদিন নিখোঁজ থাকার পর যুবকের দেহ উদ্ধার, খুনের মামলার তদন্তে পুলিশ

বারাকপুর, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : চারদিন নিখোঁজ থাকার পর যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দলে। শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ জগদ্দলের চাঁপদানি ঘাট থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার হয় সাব্বির আহমেদ নামে ওই যুবকের দেহ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বারাকপুরের মনিরামপুরের বাসিন্দা সাব্বির আহমেদ নামে ওই যুবক। পেশায় জুটমিল কর্মী তিনি। গত ২১ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ ছিলেন সাব্বির। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর সন্ধান না মেলায় যুবকের পরিবারের তরফে বারাকপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

শুক্রবার রাতে জগদ্দলের চাঁপদানি ঘাটে ভেসে ওঠে একটি দেহ। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। এরপর সাব্বিরের পরিবার দেহটি শনাক্ত করলে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। ওই যুবকের মাথায় গভীর আঘাতের দাগ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, খুনের পর প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মৃতের বাবা ইস্তিয়াক আহমেদ জানান, মনিরামপুর এলাকার এক কুখ্যাত দুষ্কৃতী বারবার সাব্বিরকে জুয়া ও সাট্টার ঠেকে বসার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তাতে রাজি হয়নি সাব্বির। অভিযোগ, সেই ক্ষোভেই মাথায় গুলি করে সাব্বিরকে খুন করে ওই দুষ্কৃতী। এরপর প্রমাণ লোপাটের জন্য দুষ্কৃতীরা গলায় দড়ি বেঁধে পাথর ঝুলিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয় সাব্বিরকে। কীভাবে খুন করা হল তাঁকে? একাধিক প্রশ্নের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে বারাকপুর থানার পুলিশ। বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি জোন ১ অজয় ঠাকুর জানান, প্রাথমিকভাবেই মনে করা হচ্ছে এটি খুনের ঘটনা। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই সাব্বিরের মৃত্যুর আসল কারণ বোঝা যাবে।

হায়দরাবাদকে হারিয়ে জয়ের মুখ দেখল এটিকে

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : আইএসএলের প্রথম ম্যাচে হারের পর ঘরের মাঠে জয়ে ফিরল এটিকে। শুক্রবার রাতে যুবভারতীতে নিন্দুকদের মুখে ঝামা ঘষে দুর্দান্ত কামব্যাক করল তাঁর দল। এ মরশুমে অভিষেক ঘটা নতুন দল হায়দরাবাদকে গোলের মালা পড়াল অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতা।

ঘরের মাঠে টুর্নামেন্টের প্রথমদিকের ম্যাচগুলিতে জয় অধরাই থেকে যায় এটিকের। কিন্তু এদিন সমস্ত পরিসংখ্যান পালটে দিলেন গার্সিয়ারা। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতেই পারে টুর্নামেন্টে প্রথমবার খেলতে হায়দরাবাদ। সেই কারণেই হয়তো এত বড় ব্যবধানে জিতেছে এটিকে। কিন্তু এই হায়দরাবাদে যাঁরা খেলছেন, তাঁরা কিন্তু নতুন নন। অনেকেরই আইএসএলে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই পুণের নয়া সংস্করণ হায়দরাবাদ হলেও একে অনভিজ্ঞ ভাবার কোনও কারণ নেই। আসলে যত ম্যাচে লজ্জাজনক হার থেকে শিক্ষা নিয়েই ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন হাবাস ও তাঁর ছেলেরা।

প্রথমার্ধেই তিন-তিনটে গোলে করে ফেলে এটিকে। তাও আবার মিনিট তিনেকের মধ্যেই জোড়া গোল। টানটান উত্তেজনার সাক্ষী রইলেন যুবভারতীতে উপস্থিত ফুটবলপ্রেমীরা। ফ্রান্সিসকো গঞ্জালেসের বাড়ানো বল থেকে প্রথম গোলটি করে উইলিয়ামস। হায়দরাবাদ কিছু বুঝে ওঠার আগে প্রথমার্ধের শেষ লগ্নে ফের ব্যবধান বাড়ান উইলিয়ামস। দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুটি গোল হজম করে সফরকারীরা। এদিন দলের ডিফেন্সের পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্ট হাবাস। আর সবচেয়ে স্বস্তি এই যে, ঘরের মাঠে পূর্ণ তিন পয়েন্ট পেয়েই এবারের অভিযান শুরু করতে পারল এটিকে। দেলর এমন জয় নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল ফুটবলারদের।

গঙ্গারামপুরে প্রচুর নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার

গঙ্গারামপুর, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : দীপাবলির আগে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে প্রচুর নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার। শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করে।

শুক্রবার রাতে গঙ্গারামপুরের বড়বাজার এলাকা থেকে প্রায় কুড়ি হাজার টাকার নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়। গঙ্গারামপুর থানার আইসি পুর্ণেন্দুকুমার কুণ্ডু জানিয়েছেন, শব্দবাজির ব্যবহার বন্ধ করতে বিভিন্ন জায়গায় এই অভিযান চালানো হচ্ছে। শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় কিয়ার দুর্যোগের আশঙ্কা মুম্বই-সহ পশ্চিম উপকূলে

মুম্বাই, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : আরব সাগরে ঘনীভূত হচ্ছে ঘূর্ণীঝড় কিয়ার, তার প্রভাবে শনিবার থেকেই মুম্বই-সহ পশ্চিম উপকূলে দুর্যোগের আশঙ্কা করছে আবহাওয়া দফতর। ঝড়ো হাওয়া ও সঙ্গে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে দীপাবলির মুখে।

মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি থেকে ১৯০ কিমি পশ্চিমে ও মুম্বই থেকে ৩০০ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে আরব সাগরের উপরে এই নিম্নচাপ ঘনীভূত হচ্ছে। দেশের আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা থেকেই এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে পশ্চিম উপকূলে। তবে এই ঝড় ক্রমেই উত্তর থেকে উত্তরপশ্চিম অভিমুখে সরে ওমান উপকূলের দিকে চলে যাবে বলে মনে করছে মৌসম ভবন।

ঘূর্ণিঝড় কিয়ারের প্রভাবে গোয়া, কঙ্কন ও কর্নাটকের উপকূলবর্তী এলাকায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি ওড়িশা, আসাম, মেঘালয়েও আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে এর কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়াবিদদের ধারনা, সমুদ্র উত্তাল থাকবে, পূর্ব ও মধ্য আরব সাগরে প্রবল ঢেউ দেখা যাবে শনিবার বিকেল থেকেই।

কালীপুজোয় অনন্য ঐতিহ্যের মধ্যমগ্রাম

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : কালীপুজোয় বরাবরই গোটা রাজ্যের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে উত্তর ২৪ পরগণা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মধ্যমগ্রাম।

প্রায় ১৬২ বছর আগে সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে মীরজাফরের দেওয়া উপহার হিসাবে মধ্যমগ্রাম এসেছিল ব্রিটিশের ঝুলিতে। অবিভক্ত বাংলায় রাজা প্রতাপাদিত্যের অধীনে ছিল ১২টি প্রদেশ। অধুনা যশোর পর্যন্ত বিস্তৃত ওই রাজত্বের অধীন ছিল মধ্যমগ্রাম। ১৭৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর নবাব মীরজাফর ২৪টি পরগণা উপঢৌকন দেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে।

অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এই মধ্যমগ্রাম যে কালীপুজোর জন্য বিখ্যাত, তা প্রায় কারও অজানা নয়। দূর দূরান্তের আগ্রহীরা এই অঞ্চলে আসেন প্রতিমা দেখতে। মধ্যমগ্রাম মাইকেল নগর নেতাজী সংঘের ৭২ তম বর্ষে নেপালের তিনশ বছরের পুরনো মন্দিরের আদলে মন্ডপ তৈরি করেছেন কাঁথির শিল্পীরা। প্লাই, কাঠ, সুজি ও অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি হয়েছে প্রতিমা। প্রতিমার দুপাশে থাকবে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদা। চন্দননগরের আলোয় চন্দ্রযান ও নানা রকম ডিজিটাল আলোর খেলা দেখা যাবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে।

ওল্ড যশোহর গঙ্গানগর পোস্ট অফিসের পাশে যুব সংঘের পুজো এবার ৫৪ তম বর্ষে। সেখানে থাকছে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে মানসিক লড়াইয়ের বার্তা এবং প্রতিমা। সেই ভাবনাযই দেখা যাবে এখানে। মন্ডপ ও প্রতিমা তৈরি করেছেন অজিত পাল। মহাজাতি ইয়ং স্টাফ বিরাটি মহাজাতি নগর প্রাঙ্গনে করছে ৫৭ তম বর্ষের শক্তির আরাধনা। ওঁদের শ্লোগান চমক নয়, সাবেকিয়ানাই ঐতিহ্য। থার্মোকেলের কারুকার্যে সুসজ্জিত মণ্ডপে শ্যামা কালীর আরাধনা করা হবে।

মধ্যমগ্রামের বসুনগর যুবকবৃন্দ অ্যাথলেটিক ক্লাবের ৫৩- তম বর্ষের নিবেদন সবুজায়ন। রথ, প্রকৃতি ও আদি বন্যপ্রাণীর আদলে মণ্ডপ। প্রতিমার পাশে থাকবেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদা। মেঘদূত শক্তি সঙ্ঘ ৪৮-তম বর্ষে আকর্ষণ, 'ওপারের সাজে এবারের পুজো'। বাংলাদেশের বৈশাখী মেলার অনুকরণে মন্ডপ তৈরি করেছেন রতন শীল। প্রতিমা সাবেক।

কালীপুজোতেও জনসংযোগের সুযোগ ছাড়তে নারাজ বিজেপি

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স) : দুর্গাপুজোর মত কালীপুজোতেও পুজোর উদ্বোধনে মহাব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যস্ততা বিজেপি শিবিরেও।

বৃহস্পতিবারই উত্তরবঙ্গে পুজোর উদ্বোধন শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রথম তিনি উত্তরবঙ্গে কালীপুজোর উদ্বোধন করেন। এর পর গতকাল দুই বিধায়ক স্মিতা বক্সির গিরিশ পার্কের এবং স্বর্ণকমল সাহার জানবাজারের সম্মিলিত কালীপুজো সমিতির পুজোর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া শেক্সপিয়র সরণির ইয়ুথ ক্লাব এবং হরিশ মুখার্জি রোডের ভেনাস ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন করেন তিনি। আজও মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক জায়গায় পুজোর উদ্বোধনে যাওয়ার কথা।

পুজোর উদ্বোধনে জনসংযোগের সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয় বিজেপি। দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলির সদস্য রাহুল সিংহ আজ পৌনে চারটায় প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে একটি পুজোর বস্ত্রবিতরণে থাকবেন। সওয়া চারটায় যাবেন কলকাতা পুরসভার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে এন্টালি খানাবেড়িয়ায় পুজোর উদ্বোধন ও বস্ত্রবিতরণে। এর পর উদ্বোধন করবেন সওয়া পাঁচটায় ডালহৌসির এনএস রোডে, পৌনে ছটায় আর্মেনিয়ান ঘাট পুজো সমিতির, সাড়ে ছটায় নিমতলা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনে, ৭টায় ৪৩/১ নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে, ৮টায় ৫৫/২ সূর্য সেন স্ট্রিটে।

আজ সন্ধ্যা সাতটায় সল্ট লেক মৈত্রী সঙ্ঘের পুজোর উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এই ক্লাবের সভাপতি বিজেপি নেতা সব্যসাচী দত্ত। সামাজিক মাধ্যমে এ কারণে তাঁর তরফে প্রচারও হচ্ছে। গতকাল বারুইপুরে মাস্টারপাড়া মোড়ের দিশেহারা ক্লাবের পুজোর উদ্বোধনে যান রাজ্যপাল। প্রতিবাদে পুজো কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব ছাড়লেন স্থানীয় পুর চেয়ারম্যান। এ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনীতির চাপান উতোর।

হরিয়ানায় সরকার গঠনের দাবি জানাবেন মনোহর লাল খাট্টার

চন্ডীগড়, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : শনিবার ইউটি গেস্টহাউজে হরিয়ানা ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিধায়কদের বৈঠকে যোগ দিতে মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার দিল্লি থেকে হরিয়ানা পৌঁছেছেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক তথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং বিজেপির মহাসচিব অরুণ সিং। হরিয়ানাতে এবার বিজেপি এবং জননায়ক জনতা পার্টি (জেজেপি) মিলিতভাবে সরকার বানানোর দাবি জানাবে। এদিনের বৈঠকে বিধায়কদের মধ্যে দলনেতা নির্বাচন করে সরকার বানানোর দাবি জানানো হবে।

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। শুক্রবার রাতে জেজেপি নেতা বিজেপিকে সমর্থন জানানোর ঘোষণার পর বিজেপির জোট সরকার বানানো সহজ হয়ে গিয়েছে। এবারের নির্বাচনে বিজেপি ৪০টি আসন এবং জেজেপি ১০টি আসন জয়লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ শুক্রবার রাতের দিল্লিতে বিজেপি ও জেজেপি মহাজোটের কথা ঘোষণা করেন। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ বলেন, এবার আমরা হরিয়ানায় একটা স্থায়ী সরকার দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছি। বোঝাপড়ার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর পদ বিজেপির আর উপমুখ্যমন্ত্রী সহ তিনটি ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভায় পাবে জেজেপি বলে জানা গিয়েছে। জেজেপি নেতা দুষ্মন্ত চৌতালা উপমুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। দুদলের সমঝোতার পর আগামী পাঁচ বছরের জন্য হরিয়ানাতে একটি শক্তিশালী সরকার গঠিত হতে চলেছে। এ ব্যাপারে বিজেপি বিধায়ক মনোহর লাল খাট্টার জানান, এবার আমরা হরিয়ানাকে একটি স্থায়ী সরকার দিতে চলেছি। এই মহাজোটের জন্য জেজেপি নেতা দুষ্মন্ত চৌতালা বিজেপি সভাপতি অমিত শাহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সমসাময়িক পরিচালকদের ছবি

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স) : এ বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সমসাময়িক পরিচালকদের ছবি দেখানোর একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এতদিন নিয়ম ছিল স্ক্রিনিং হওয়া কোনও ছবি ফেস্টিভ্যালে দেখানো হবে না। এবার সেই নিয়ম শিথিল করা হয়েছে।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। অমিতাভ বচ্চন এবারও উদ্বোধনের দিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মঞ্চ আলো করে থাকছেন, থাকছেন রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর শাহরুখ খানও। উৎসবের ফোকাস কান্ট্রি জার্মানি, উদ্বোধনী ছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' উ

সমসাময়িক পরিচালকদের ছবি দেখানোর সম্ভাবনার ফলে এবার কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মতো এই সময়ের পরিচালকদের ছবি দেখানোর সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে।

উদ্বোধনের দিন আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে শর্মিলা ঠাকুর, রাখী গুলজারকে। আসতে পারেন সঞ্জয় দত্তও। তবে গুলজার এই উৎসবে আসতে পারবেন কিনা এখনও নিশ্চিত নয়। এই চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। চেয়ারম্যান হিসেবে রাজ চক্রবর্তীর দায়িত্বগ্রহণ আর উপদেষ্টা কমিটি থেকে প্রসেনজিৎ আর অপর্ণা সেনের পদত্যাগ নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। জুরি বোর্ডে কারা কারা আছেন সে বিষয়েও সরকারিভাবে কোনও তথ্য জানা যায়নি। ফলে সব কিছু নিয়েই একটা ধোঁয়াশা রয়েছে।

এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন,'অনেক খবরই বেরচ্ছে উ আমি এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারব না। সবটাই আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানাব।'

বাংলাদেশে সরকার বিরোধী যড়যন্ত্র করছে মার্কিন দূতাবাস, বিস্ফোরক অভিযোগ হাসিনার তথ্য-প্রযুক্তি উপদেষ্টার

ঢাকা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : বাংলাদেশে সরকার বিরোধী যড়যন্ত্র করছে ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। সে দেশের উন্নয়নকে থমকে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

গত মঙ্গলবার ঢাকার একটি হোটেলে যুবকদের সঙ্গে একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করেছিল আওয়ামি লিগের গবেষণা সেল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা। শুক্রবার টেলিভিশনে এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। আর যার পরে বিভিন্ন মহলে আলোড়ন পড়ে যায়। এই অনুষ্ঠানে জয় বলেন, "অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। কিন্তু ঢাকায় অবস্থিত কিছু দূতাবাস, বিশেষত মার্কিন দূতাবাস সেই অগ্রগতি ব্যাহত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা চায় না বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী সরকার থাকুক। তারা চায় একটি দুর্বল সরকার। এমন একটি সরকার যারা তাদের নির্দেশ অনুযায়ী চলবে।"

এর রেশ ধরে যুদ্ধাপরাধী এবং জামাতে ইসলামির সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের নিবিড় যোগাযোগ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন গুরুত্বপূর্ণ এই আওয়ামি লিগ নেতা। বলেন, "যখনই যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কোনও অনুষ্ঠানে গিয়েছি তখনই জামাতের নেতা ও যুদ্ধাপরাধীদের সেখানে দেখেছি। তারা সব সময় তাদের আমন্ত্রণ করবে। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস জামায়াত ও যুদ্ধাপরাধীদের ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। এবং তাদের সঙ্গে মিলে সব সময় যড়যন্ত্র করে।"

ধনতেরস উপলক্ষ্যে শ্যামসুন্দর কোং এর ক্রেতাদের উপচে পড়া ভীড়। ছবি- নিজস্ব।

নলহাটিতে জরাসন্ধের গুহ্যকালী কালী পুজো

নলহাটি, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : সারা দেশে মা কালীর পুজো অমাবস্যার রাতে হয়। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের আবাসভূমি আকালীপুরে মা কালীর পুজো দিনে হয়। ছাগ বলিও হয় দিনে। এই পুজো জরাসন্ধর কালী পুজো নামে খ্যাত। মা এখানে ভয়ঙ্কর দর্শনা। সাপের কুণ্ডলীর উপর পদ্মাসনে অধিষ্ঠিতা। দেহের অলঙ্কারও সাপের। রাজ পরিবারের পুজো হলেও, রাজারা এই সময় আসেন না। তাঁরা আসেন তিনবার ফিবছর। বিজয়া দশমীতে চতুর্দশী তিথিতে কালী পুজোয়। আর মাঘ মাসে সরস্বতী পুজোর চার পাঁচ দিন আগে রটন্তী কালী পুজোয় এবং পৌষ মাসের শেষ দিন মকর সংক্রান্তির মেলায়।

বীরভূমের নলহাটি থানার আকালীপুর গ্রামে এই কালী অধিষ্ঠিত। উত্তরবঙ্গ গামী বাসে গেলে নগরার মোড়ে নামতে হয়। সেখান থেকে তিন কিমি ভ্যানে গেলে আকালীপুর মায়ের মন্দির। কাছেই মহারাজ নন্দ কুমারের ভিটা। সেই প্রাসাদ আর নেই। তবে রাজ বংশের লোক আছেন ভদ্রপুর এবং বহরমপুরের কুঞ্জঘাটায়। বহরমপুরের কুঞ্জঘাটায় অশীতিপর রাজা গৌরী শঙ্কর রায় প্রধান সেবাইত। বর্তমানে তাঁর তিন ছেলে ভবানী শঙ্কর রায়, প্রকাশ শঙ্কর রায় ও গিরিজা শঙ্কর রায় এই মন্দিরের উত্তর সূরী। মহারাজ নন্দ কুমারের শেষ বংশধর অপুত্রক হওয়ায় নন্দ কুমারের মধ্যম ভ্রাতা রাজ কৃষ্ণ রায় দত্তক পুত্র নেন তাঁরই তিন বোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বোনের ছেলেকে। তাঁরাই বর্তমান উত্তর সূরী বলে জানান গৌরী শঙ্কর রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানী শঙ্কর রায়। এই পুজো জরাসন্ধর কালী পুজো নামে খ্যাত। সে এক লম্বা চওড়া ইতিহাস আছে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় বলেন, " পুরাকালে মগধের রাজা জরাসন্ধ পাতালে মাকালীর সাধনা করত। তখন বিহারের গয়াকে মগধ বলা হত। কথিত, জরাসন্ধের মৃত্যুর পর বহুদিন মাটির নিচে থেকে যায় এই কালী। রাজস্থানের যোধপুরের রানী অহল্যা বাঈ কিছুদিন মগধে ছিলেন। সেই সময় শিবের স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি মগধের একটি জায়গায় খনন কার্য্য করান। সেখানেই শিবলিঙ্গের পাশাপাশি একটি মাত্র কষ্টি পাথরে তৈরী বেদী সমেত মূর্তি পান। যেহেতু মূর্তি প্রাপ্তির জায়গাটি কাশীরাজ চৈত সিংহের, তিনি সেটি কাশিরাজকে দিয়ে দেন। কাশী উত্তর প্রদেশে হলেও, মগধে রাজত্ব করতেন চৈত সিং। কিন্তু মূর্তিটি তদানীন্তন ইংরেজ শাসক ওয়ারেন হেস্টিংসের নজরে পড়ে যায়। তিনি মূর্তিটি ইংল্যাণ্ডের মিউজিয়ামে নিয়ে যেতে চান। তাই হেস্টিংসের হাত থেকে মূর্তিটিকে বাঁচাতে রাজা চৈত সিং মূর্তিটিকে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে গঙ্গার জলে লুকিয়ে রাখেন। কালক্রমে মহারাজ নন্দকুমার কাশী পৌঁছান। তখন তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার অধীন বাংলার দেওয়ান। একদিন রাত্রে তিনি মায়ের স্বপ্নাদেশ পান মূর্তিটিকে গঙ্গাবক্ষ থেকে উদ্ধার করার জন্য। তিনি সেই স্বপ্নাদেশের কথা পরের দিন কাশীরাজ চৈত সিংকে জানান। চৈত সিং বুঝলেন মায়ের ইচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন গঙ্গা বক্ষ থেকে মূর্তি উদ্ধারের। সেই মূর্তি মহারাজ নন্দকুমার নিয়ে আসেন গঙ্গা পথে হুগলী হয়ে মূর্শিদাবাদে। মূর্শিদাবাদের গঙ্গা থেকে আসেন দ্বারকা নদে। দ্বারকার সঙ্গে যোগ আছে ব্রাহ্মণী নদীর। তাই দ্বারকা নদ হয়ে তিনি ব্রহ্মাণী নদীতে নৌকা ভাসান। নৌকা এসে ভেড়ে আকালীপুর গ্রামের ধারে। মূর্তিটিকে নামানো হয় নদীর ধারে বটগাছের নীচে। তারপর এক মানুষ মাপের দৈর্ঘ্যের দূরত্ব অনুযায়ী মূর্তিটিকে প্রতিদিন ঘাট থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর বট গাছের নীচে মায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় মহারাজ নন্দ কুমারকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসায় ইংরেজরা। তিনি বন্দী হন। সেই জন্য অসম্পূর্ন মন্দিরে মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন নন্দকুমারের ছেলে গুরুদাস রায়। ফলে মন্দিরে কোন চূড়া ছিল না। মহারাজ নন্দকুমারের বিচারের পর ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ অগাস্ট ফাঁসি হয়। কালক্রমে রাজা গুরুদাস রায় ও রাণী জগদম্বা অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। এরপর তাঁদের তিন মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ের ছেলেরা অর্থাৎ দৌহিত্ররা মায়ের পুজোর দায়িত্ব নেন। ১৭৭৫ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত মোট ২৩৫ বছর মন্দিরে কোন সংস্কার হয় নি। অনেক ভক্ত স্বেচ্ছায় সংস্কার করতে চাইলেও রাজ পরিবার তার অনুমতি দেন নি। ২০০৪ সমাজবাদী পার্টি নেতা ও মন্ত্রী কিরন ময় নন্দ আকালীপুর মাকালী দর্শনে আসেন। তাঁর অনুরোধে রাজা গৌরী শঙ্কর রায় মন্দির সংস্কারে সাড়া দেন। আগে সংস্কার বশতঃ রাজ পরিবারের সংস্কারের কাজে ভয় কাজ করত। যাহোক পুরানো শৈলীকে বজায় রেখে এই মন্দির সংস্কার হয়। পরবর্তীকালে রাণী ভবানী ৩৬৫ বিঘা সম্পত্তি দান করেন মায়ের সেবার উদ্দ্যেশে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের জমিদারী প্রথা বিলোপের পর দেবোত্তর সমেত মহারাজ নন্দ কুমারের সমস্ত সম্পত্তি সরকারী আইনে অধিকৃত হয়।

জরুরী পরিষেবা

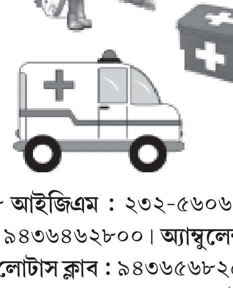

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দময়ন্তী-সহ সাত পুলিশকর্তাকে জেরা করতে চায় সিবিআই

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স) : রোজভ্যালিকাণ্ডে এবার পুলিশের সাত উচ্চপদস্থ আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিবিআই। ৪ নভেম্বরের মধ্যে এই আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদের আর্জি জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, সেই তালিকায় নাম রয়েছে আইপিএস দময়ন্তী সেন, ডিসি পোর্ট ওয়াকার রেজার।

সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রকে পুলিশ আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাসদের আর্জি জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়। ডিজির তরফ থেকে এখনও জবাবি চিঠি মিলেছে কিনা তা জানা যায়নি।

সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১০ সালে কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) পদে ছিলেন দময়ন্তী সেন। সে সময় রোজভ্যালি সংস্থা সম্পর্কে কিছু অভিযোগ তাঁর কাছে জমা পড়েছিল। আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত সেসব অভিযোগের তদন্ত করেন তিনি। এরপর নিজেই সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-কে রিপোর্ট জানিয়ে চিঠি লেখেন। সেসময় তাঁর তদন্ত রিপোর্ট বিস্তারিত জানতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাস করতে চায় সিবিআই।

এদিকে, কলকাতা পুলিশে কর্মরত আর এক পদস্থ অফিসার ওয়াকার রেজাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিবিআই। ২০১২ সালে তিনি সিআইডি-র স্পেশ্যাল সুপার পদে ছিলেন। সেসময় রোজভ্যালি-সহ একাধিক বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে থাকায় নিয়মিত নজরদারি করত সিআইডি। নিয়মিত বৈঠক করতেন অফিসাররা। সেদিক থেকে রাজা-র কাছেও কিছু তথ্য থাকতে পারে বলে মনে করছেন সিবিআই তদন্তকারীরা।

এখনই জোট করুন বিমানকে আর্জি সোমেনের

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স) : পশ্চিমবঙ্গের তিন বিধানসভার উপনির্বাচনের দিন ঘোষণার পর স্বপ্রণোদিত হয়ে উদ্যোগী হলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। জোটের পক্ষে সওয়াল করে চিঠি লিখেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে।

চিঠিতে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্র, বিমান বসুকে জোটের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়েছেন। সঙ্গে সদ্যসমাপ্ত মহারাষ্ট্র বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস এনসিপি জোট যেভাবে শাসক বিজেপি-শিবসেনা জোটের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই উদাহরণ উল্লেখ করেছেন সোমেনবাবু। সেই মডেলেই বিজেপি-তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এরাজ্যে বাম কংগ্রেস জোট বাঁধার অনুরোধ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানকে করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শুক্রবার এ রাজ্যের ৩ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ৩০ অক্টোবর জারি হবে নির্দেশিকা। পয়লা নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বরের মধ্যেই নমিনেশন দাখিল এবং তুলে নেওয়ার সমস্ত কাজ করতে হবে। ২৫ নভেম্বর হবে নির্বাচন। জোট নিয়ে যে বাম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গেও কথাবার্তা শুরু হয়েছে রাজ্য কংগ্রেসের, তা ওই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন সোমেন মিত্র। শুক্রবার রাতেই পাঠানো চিঠিতে সোমেনবাবু লিখেছেন, '৩টি কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেল। এখনই যদি সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয় তাহলে রাজ্যের শহর ও গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও বামেদের মধ্যে জোট হয়েছিল। সেই জোটে আন্তরিকতার অভাব ছিল।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীর কালীপুজোয় যাবেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স) : ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল দু'দিন আগেই। শনিবার বারাসতে তরুছায়া ক্লাবের কালীপুজোর উদ্বোধনে এসে সেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম ভাইফোঁটার দিন আমি তাঁর বাড়ি যেতে চাই। যেহেতু ওই দিনটি সমস্ত ভাইবোনের কাছেই পবিত্র। তাই সেদিন যেতে চেয়েছিলাম।রাজ্যপাল বলেন, "উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরেই আমাকে চিঠির উত্তর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে ২৭ অক্টোবর নিজের বাড়ির কালীপুজোয় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই ব্যক্তিগত পত্রের পর আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।" আর এর পরেই জল্পনা শুরু হয়েছে, তবে কী রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত কালীপুজোর দিনই মিটতে চলেছে? বস্তুত ১৯ সেপ্টেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কান্ডের পর থেকে মাসাধিককাল ধরে রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রীর মতানৈক্য নানাভাবে প্রকাশ্যে আসছে। বেশ কিছু জায়গায় এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন রাজ্যপাল। পাল্টা মুখ খুলেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, তাপস রায়ের মত মন্ত্রীরা। এদিকে, শনিবার সন্ধ্যা সওয়া সাতটায় সল্টলেকে বিজেপি নেতা সব্যসাচী দত্তের কালীপুজো উদ্বোধনে যাবেন রাজ্যপাল।

আদালত

তিনের পাতার পর

টাকা প্রদান, হত্যাকান্ডের ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টার জন্য দায়ী করা হয়। অগ্নিকান্ডে ব্যবহৃত বোরকা ও হাত মোজা সংগ্রহ করা, নুসরাতকে সাইকোন সেন্টারের ছাদে ফেলে শুইয়ে দিয়ে বুক চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ নিশ্চিত করা, পরিকল্পনা মাফিক নুসরাতকে সাইকোন সেন্টারের ছাদে ডেকে নেয়া, অগ্নিসংযোগের সময় ফোরে ফেলে দিয়ে পা চেপে ধরা ইত্যাদি প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক এ রায় ঘোষণা করেন। মামলার বাদী নুসরাতের বড় ভাই মাহমুদুল হাসান নোমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চেয়েছেন বলেই এত দ্রুততম সময়ের মধ্যে রায় দেওয়া সম্ভব হয়েছে। নোমান আরো বলেন,অপরাধ করে কেউ পার পাবে না। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় এটা আবার প্রমাণিত হল।

এ মামলার বাদী পরে আইনজীবী এডভোকেট শাহজাহান সাজু মামলার রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, দেশে আইনের শাসন রয়েছে এ রায়ে তা প্রমাণিত হয়েছে।পাবলিক প্রসিকিউটর এডভোকেট হাফেজ আহম্মদ বলেন, এ রায়ে আমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। তিনি আরো বলেন, যে সহিংসতা ফেনীবাসী দেখেছে তার উপযুক্ত বিচার হয়েছে। তিনি দ্রুত এ রায় কার্যকর প্রত্যাশা করেন।

মামলার রায়ে তীব্র ভে প্রকাশ করে আসামীপরে আইনজীবি গিয়াস উদ্দিন নান্টু বলেন, সীদের কেউই মামলায় অভিযুক্তদের হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে নি। তিনি বলেন, আমরা উচ্চ আদালতে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করব।

রায় শুনে আসামীরা প্রত্যেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সিরাজ উদ্দৌলাকে কাঁদতে দেখা যায়। অন্যান্য আসামীরাও এজলাসে কাঁদতে থাকে।

উল্লেখ্য, ২৭ মার্চ ফেনীর সোনাগাজী ইসলামীয়া ফাজেল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাতকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ এনে মাদ্রাসার অধ্য সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ১০ ধারায় মামলা করে তার মা। ২৮ মার্চ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এএসএম এমরানের আদালতে নুসরাত তার উপর যৌন নিপীড়নের জবানবন্দি প্রদান করে। একই দিন সোনাগাজী থানা পুলিশ অধ্যকে গ্রেফতার করে।গত ৬ এপ্রিল ফেনীর সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসায় আলিম পরীা কেন্দ্রে গেলে নুসরাতকে ছাদে ডেকে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ৮ এপ্রিল তার ভাই মাহমুদুল হাসান নোমান বাদি হয়ে সোনাগাজী মডেল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে। ১০ এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শেখ হাসিনা বার্ণ ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নুসরাতের মৃত্যু হয়।এ মামলা ১০ এপ্রিল পুলিশ ব্যুরো ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কে হস্তান্তর করা হয়। ১৬ জনকে অভিযুক্ত করে চলতি বছরের ২৯ মে পিবিআই পুলিশ আদালতে চার্জশীট দাখিল করে। আদালত ২৭ জুন হতে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোট ৬১ কার্যদিবসে ৮৭ জনের স্যা গ্রহণ শেষে এ রায় ঘোষনা করেন।

দুর্ধর্ষ ডাকাতি করিমগঞ্জের ভারত-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী গান্ধাইয়ে

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : রোমাঞ্চকর ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নিলামবাজার থানার অন্তর্গত গান্ধাইয়ে। শুক্রবার গভীর রাতে সংগঠিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার নিলামবাজর থানা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন জনসাধারণ।

শুক্রবার গভীর রাতে সংগঠিত ডাকাতির ঘটনায় নিলামবাজার থানায় এক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। নিলামবাজার থানাধীন ভারত-বাংলা সীমান্তবর্তী গান্ধাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দাসগ্রামের বাসিন্দা তথা নিলামবাজার এসবি বিদ্যানিকেতন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ইয়াসিন আলির বাড়িতে এই দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে।

জানা গেছে, এদিন রাত আনুমানিক একটা নাগাদ ঘরের ভিতর শব্দ শোনে তাৎক্ষণিক ঘুম থেকে জেগে ওঠেন ইয়াসিন আলি। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুখে কালো কাপড় বাঁধা পাঁচ-ছয়জনের এক ডাকাত দল আচমকা তাঁকে ঝাপটে ধরে। তাঁর মুখে কাপড় গুঁজে খাটের সঙ্গে বেঁধে চিৎকার না করতে ধমকি দেয়। ঘরের অন্য কোঠায় ছিলেন স্ত্রী ও দুই ছেলে। তাদেরও একইভাবে মুখে কাপড় গুঁজে খাটের সঙ্গে বেঁধে দেয় ডাকাতের দল। এর পর ঘরে মজুত নগদ টাকা ও আলমিরার চাবি দিতে নির্দেশ দেয়।

ডাকাত দলের হাতে ধারালো অস্ত্র দেখে ভয়ে আলমিরার চাবি তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন গৃহকর্তা ইয়াসিন আলি। চাবি নিয়ে আলমিরা খুলে প্রায় এক ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে প্রায় চার তুলা ওজনের স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থ হাতিয়ে নেয় ডাকাতের দল। পরিবারের চার সদস্যের দুটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ও দুটি সাধারণ মোবাইল হ্যান্ডসেট নিয়ে গেছে ডাকাতেরা।

তাদের অভিযান শেষে ফেরার সময় বাবা-মা ও দুই ছেলেকে আলাদা আলাদাভাবে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে, প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে পুলিশে খবর না দেওয়ার আজ্ঞা দিয়ে যায় তারা।

পরবর্তীতে বিষয়টি ভুক্তভোগী ইয়াসিন আলি প্রতিবেশীদের জানান। খবর যায় নিলামবাজার থানায়। খবর পেয়ে আজ সকাল ছয়টা নাগাদ নিলামবাজার থানার ওসি আরপি রংমাই পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সংগঠিত ডাকাতির তদন্তে নামেন। ইত্যবসরে থানায় এফআইআরও দায়ের করেছেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ ইয়াসিন। তবে এ পর্যন্ত ধরপাকড়ের খবর নেই।

এদিকে সীমান্ত এলাকায় ঘন ঘন চুরি, ডাকাতি ও গবাদি পশু পাচারের ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করে বলেন, প্রতি রাতেই সীমান্ত অঞ্চলে অপরিচিত লোকের আনাগোনা চলে। অবাধে শতশত গবাদি পশু সীমান্ত দিয়ে পাচার হলেও, সীমান্তরক্ষী বাহিনী হাত পা গুটিয়ে রয়েছে। ভারত-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলের জনগণ তাঁদের জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানান তাঁরা।

পৌষ মেলা নিয়ে পুরানো রায়কে বহাল রাখল পূর্বাঞ্চল পরিবেশ আদালত

শান্তিনিকেতন, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : পূর্বাঞ্চল পরিবেশ আদালত পৌষ মেলা নিয়ে পুরানো রায়কে বহাল রাখায় আগামী পৌষ মেলা স্বস্তিতেই। গত বুধবার এই মামলার শুনানিতে বলা হয়েছে যেহেতু পৌষ মেলা দোরগোড়ায়, ২০১৭ সালের ১ নভেম্বর মূল আবেদনে আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিল সেটাই বহাল থাকছে। এব্যাপারে, এই মেলার অন্যতম পর্যবেক্ষক পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, আমরা চাই গোটা দেশে একটা দৃষ্টান্ত মূলক পরিবেশ বান্ধব মেলা হোক পৌষ মেলা। এদিন তিনি বলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য দেশের প্রধান মন্ত্রী এবং যিনি সারা বিশ্বে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সেখানে স্বচ্ছ পরিবেশ বান্ধব মেলা হোক। অনলাইনে যেমন স্টলের জন্য আবেদন নেওয়া হবে, তেমনি স্বচ্ছতার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানমনস্কতার ছাপ থাকুক।

সুভাষবাবু জানান, ২০১৮ সালে বসন্ত উৎসবে প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার ও মাইক বাজানো ইত্যাদিপরিবেশ নিয়েই আমি পরিবেশ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষন করি। তার প্রেক্ষিতেই বসন্ত উৎসব ও পৌষ মেলা নিয়ে দুটি অনভিপ্রেত ঘোষণা করা হয়। যাহোক শেষমেশ পৌষ মেলা হবে এই ঘোষণা হয়েছে। তাকে স্বাগত জানাই। ২০১৫ সালের পৌষ মেলাকে কেন্দ্র করে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে গ্রীন ট্রাইব্যুনালে মামলা করেছিলাম। দীর্ঘ টালাবাহানার পর যাইহোক মেলার বিপক্ষে হলফনামা জমা দেওয়া হয় আদালতে। এগুলো কিন্তু আমি বলিনি বা জমা দিইনি। তার প্রেক্ষিতে গ্রীন ট্রাইব্যুনাল তিন দিনের মামলার নির্দেশ দেয়। ২০১৬ সালের মেলায় আদালতের নির্দেশ মেনে মেলা হয় নি। টয়লেটের ব্যবস্থা নেই, খোলা উনুন, কয়লার ব্যবহার, মুক্ত শৌচ ও প্রক্ষালণের ব্যবস্থা নেই। ড্রেনের ব্যবস্থা নেই। ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই বিশ্বভারতী পরিবেশে ৬ দিনের মেলার জন্য আবেদন করে এবং সপ্তম দিনে মেলা তুলে দেওয়ার কথা বলে। সেই বছর ১ নভেম্বর বিধি নিষেধ আরোপ করল। ১৮৮৮ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দলীল বা ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী কাদের স্টল দেওয়া হবে। এখন এটা হট্ট মেলা। আগে তো প্রান্তিক চাষি শিল্পীদের মেলা ছিল। এখানে কোন আমিষ খাবার রান্না হবে না। বিশ্বভারতীর প্রস্তাব অনুযায়ী সেটা দেখার জন্য তিন জন পর্যবেক্ষক সুভাষ দত্ত, জয়ন্ত মিত্র এবং কল্যাণ রুদ্রকে আদালত নিয়োগ করে। ২০১৭ সালে বিধি নিষেধ মানা সম্ভবপর হয় নি, কারণ হাতে সময় কম ছিল। আমার দুটি বিষয় নিয়ে আপত্তি ছিল। এক পৌষ মেলা দূষণ। দুই, বিশ্বভারতীর সলিড ও লিক্যুইড ওয়েস্ট নিয়ে সেটাকে নষ্ট করার কোন ব্যবস্থা নেই।

জেজেপি ছাড়লেন বহিষ্কৃত বিএসএফ জওয়ান তেজ বাহাদুর

চণ্ডীগড়, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : জননায়ক জনতা পার্টি (জেজেপি) ছাড়লেন বহিষ্কৃত বিএসএফ জওয়ান তেজ বাহাদুর ঊ তাঁর দল বিজেপির হাত ধরায় দলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলে শনিবার জেজেপি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সদ্য রাজনীতির ময়দানে নামা এই নেতা ঊ প্রসঙ্গত হরিয়ানায় সরকার গড়ছে বিজেপি-জেজেপি জোট ঊ আর এবার হরিয়ানা ভোটে তিনি লড়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরের বিরুদ্ধে। তাতে হার হয়েছে। এই আবস্থায় দলের বিজেপির হাত ধরা মেনে নিতে পারেননি তেজবাহাদুর।

সদ্য শেষ হওয়া হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে কোনও দলই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না পাওয়ায় স্পষ্ট হয়ে যায়, হরিয়ানায় ক্ষমা দখল করবে জোট সরকার। বিজেপি-জেজেপির মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যায়, দুষ্মন্ত চৌতালাকে পাশে বসিয়ে খট্টর জানিয়ে দেন, তাঁরাই সরকার গড়ছেন, নয়া সরকারে উপ মুখ্যমন্ত্রী করা হবে জেজেপি থেকে। এই বিষয়টি নেমে নিতে না পেরে তেজ বাহাদুর আজই দল ছেড়েছেন ঊতাঁর অভিযোগ, চৌতালা ধোঁকা দিয়েছেন হরিয়ানার মানুষকে। তাঁরা যে দলের হাত ধরতে চাইছেন, জনতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর আজ দুই দল যখন এক হয়েছে, তখন মানুষের উচিত, তাদের বিরোধিতা করা।

প্রসঙ্গত, তেজ বাহাদুর বারাণসী থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে লোকসভা ভোটে লড়তে চেয়েছিলেন। নির্দল হিসেবে মনোনয়ন দাখিলও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজবাদী পার্টি তাঁকে তাদের প্রার্থী হিসেবে বেছে নেয়। কিন্তু মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাওয়ায় তিনি ভোটে লড়তে পারেননি।

ঘুমের ওষুধ

● প্রথম পাতার পর

ওসি জয়ন্ত দাস সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা সরেজমিনে ঘটনাটির তদন্ত করে যান। পুলিশ এক সন্দেহভাজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই নিয়ে পরপর পুকুর চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে চুরাইবাড়ি কদমতলা থানা এলাকায়। অজ্ঞাত কারণে একটি ঘটনাতেও পুলিশ চোরের দলকে পাকড়াও করতে পারেনি। তাছাড়া চুরি যাওয়ার সামগ্রী উদ্ধার করা অনেক দুরঅন্ত।

এদিকে, এই চুরি যাওয়া সামগ্রী গুলি হলো আঠারো ভরি সোনা, রূপা ছয় ভরি সহ নগদ ৪৫ হাজার টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন নিয়ে যায় চোরের দল। অর্থাৎ প্রায় দশ লক্ষ টাকার মতো আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায়। অপরদিকে প্রেমতলা বাজারের কসমেটিক দোকান ব্যবসায়ী অজিত দেবের দোকানে চুরিকাণ্ড সংগঠিত করে চোরের দল। নগদ ১৫ হাজার টাকা সহ বিপুল পরিমাণ সামগ্রী নিয়ে যায় নিশিকুটুম্বের দল। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

করার ফলে ওই চালকের বেপরোয়া গাড়ি চালানোর ফলে একটি রিক্সা, একটি টমটম ও একটি অটো রিক্সা পুলিশ ফাঁড়ির গাড়ির ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেছে। অপর এক ব্যক্তি অল্পেতে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। ঘটনা সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত তথ্য জানান। রাজদানী আগরতলা শহরে এ ধরনের বেআইনি ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে নান কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। রামনগর পুলিশ ফাঁড়িতে এ বিষয়ে মামলা গৃহীত হয়েছে। গাড়ির প্রক্সি চালককে পুলিশ আটক করেছে। যে মদমত্ত অবস্থায় ছিল। তাকে ডাক্তারি পরীক্ষাও করা হয়েছে.

বিএড

● প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, আজ ত্রিপুরায় আটটি জেলায় বেলা সাড়ে বারোটা থেকে টেট-১ পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। বিকেল তিনটায় পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় তিনি টিআরবিটি, রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সূচনা

● প্রথম পাতার পর

দীপাবলি উৎসব ও মেলাকে নতুন সাজে সাজিয়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে। তিনি আধিকারিকদের নিয়ে মেলার মাঠও ঘুরে দেখেন। আগামী ২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত মাতাবাড়ি ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে দীপাবলি উৎসব ও মেলা।

রতন

● প্রথম পাতার পর

সত্য তুলে ধরা উচিৎ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। তার বদলে বরাবরই তিনি এই ইস্যুতে সংবাদ মাধ্যমকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই, এর পেছনে ষড়যন্ত্রের নীল নক্সা তৈরি হয়েছে কিনা, আশঙ্কা প্রকাশ করেন রতন নাথ।

আজ রতনবাবু দাবি করেন, বাদল চৌধুরীকে সুস্থ করে তোলার জন্য আইএলএস কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে প্রয়োজনে বর্হিরাজ্য থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়ে আসুক। সাথে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একজন সাধারণ নাগরিক এবং বিজেপি কার্যকর্তা হিসেবে দাবি জানিয়েছেন, বাদল চৌধুরীর নিরাপত্তা বাড়ানো হোক। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, সিপিএম বিরাট ষড়যন্ত্র করছে এবং বাদল চৌধুরী এর শিকার হতে পারেন।

শিলচরের বিভিন্ন এলাকার ধাবা রেস্তরাঁ ও দোকান থেকে ১১টি শিশুশ্রমিক উদ্ধার প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : দেশ থেকে শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে কঠোর আইন থাকলেও অহরহ শিশু শ্রমিকদের দেখা যায়। কাছাড় জেলায় শিশুশ্রম আইন যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় এর জন্য জেলা প্রশাসন কঠোরভাবে শিশুশ্রমিক নিয়োগকারীদের ওপর নজরদারি রেখেছে।

শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে জেলা টাস্কফোর্স ২৪ ও ২৫ অক্টোবর শিলচরের কয়েকটি স্থানে অভিযান চালিয়েছে। অভিযান চালিয়ে শহর এলাকার বিভিন্ন ধাবা, রেস্তরাঁ ও দোকান থেকে ১১টি শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই সব শিশুকে উদ্ধার করা হয় হয়েছে জনৈক শিবু বণিকের মালিকানাধীন শিলচরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন একটি ধাবা, সুভাষ দাসের একটি মুদি দোকান, এনআইটি-র কাছে বিশাল ধাবা, জোগি পাড়া মালিকানাধীন রামসিংহাসন নুনিয়া, মেহেরপুর গৃহস্থ শিশুশ্রম, এমকে চৌধুরী এবং আশিস চৌধুরীর এসএনএস, তপোবন নগর, আশ্রম রোড থেকে। শিশুদের শ্রমে নিয়োগ করার অপরাধে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায় থানায়।

উদ্ধারকৃত এই সব শিশুকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয়ের জন্য চিলড্রেন হোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে শ্রমকল্যাণ বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ কাউন্সেলিং এবং পরবর্তীতে তদন্ত করে সিডব্লিউসি-র কাছে তাদেরকে হাজির করা হবে।

উল্লেখ্য, শিশু ও কিশোর শ্রম নিষিদ্ধকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮৬-এর বিদ্যমান বিধানগুলির অধীনে যদি নিয়োগকারীদের দোষী সাব্যস্ত করা হয় তবে তাদের ছয়মাস থেকে দু বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে

আটের পাতার পর

এফসিঅআই-এর মাধ্যমে যে চাল রাজ্যের রেশন দোকানগুলিতে এসে পৌছতো অনেক ক্ষেত্রেই সেই চালের গুণগতমান নিয়ে ভোক্তারা অভিযোগ করতেন। কারণ দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফলে চালের গুণগতমান সঠিকভাবে বজায় থাকত না। স্থানীয়ভাবে এই প্রক্রিয়ার ফলে কৃষকদের পাশাপাশি ধানের মিল এবং মিলের সাথে জড়িত থাকা শ্রমিকদের কর্মসংস্থানও হচ্ছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলা বা মহকুমার তুলনায় ঊনকোটি জেলাতে ধান ক্রয়ের প্রক্রিয়া বিলম্বে শুরু হয়। ধান ক্রয়ের পরিমাণও অনেকটাই কম। কারণ কৃষকরা এর পূর্বে বহু ধান বিক্রি করে ফেলে। আগামী বছরগুলোতে যাতে নির্দিষ্ট সময়ে ধান ক্রয় করা হয় সেই দাবি রাখা হয়েছে কৃষকদের তরফ থেকে। পাশাপাশি ধানের ক্রয় মূল্য সেটাও যাতে কিছুটা বৃদ্ধি করা হয় সে ব্যাপারে দাবি রাখে স্থানীয় কৃষকরা। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে স্বভাবতই রাজ্যে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি কৃষকরা উপকৃত হচ্ছে।

শোকগ্রস্ত এলাকা

আটের পাতার পর

বলে তাকে কর্মরত চিকিৎসকদের পরামর্শে জেলা সদর করিমগঞ্জের সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি মাঠে নামে পুলিশ। নিজাম উদ্দিনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল শোক প্রকাশ করে জানান, আহত খালেদকে সরকারিভাবে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে তিনি সার্কল অফিসারকে বলেছেন। সেইসঙ্গে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে এককালীন চার লক্ষ টাকার সরকারি আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে বলে জানান বিধায়ক।

কোহলিদের হেডস্যারের মুখে সৌরভের প্রশংসা

নজরবন্দি ব্যুরোঃ বিসিসিআই বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন বিরাট কোহলিদের হেডস্যার রবি শাস্ত্রী। সৌরভকে অভিনন্দন জানিয়েছে রবি শাস্ত্রী। শাস্ত্রী বলেছে, ''বোর্ড প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য সৌরভকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারতীয় ক্রিকেট যে সঠিক পথে এগোচ্ছে, এটাই তার প্রমাণ।'' শাস্ত্রী বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, ''সৌরভ বরাবরই সহজাত নেতা। সৌরভ চার পাঁচ বছর আগেই ক্রীড়া প্রশাসনে এসেছে। এমন ব্যক্তি বোর্ড প্রেসিডেন্ট হলে দেশের ক্রিকেটের উন্নতি হবে। ভারতীয় বোর্ড কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছিল। বোর্ডকে গৌরবের কাজে ফেরাতে অনেক কাজ করতে হবে। এর জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সৌরভকে।'' সৌরভ ইতিমধ্যেই আইসিসির কাছ থেকে বোর্ডের বকেয়া অর্থ দাবী করেছে। এই নিয়ে রবি শাস্ত্রী বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। শাস্ত্রী এই বিষয়ে জানিয়েছে, '' আমরা জানি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের অবদান কতটা। কিছু পেতে গেলে কিছু আনতেও হয়। প্রশ্ন হল, ভারত যতটা আনছে, তার কি ঠিকঠাক ভাগ পাচ্ছে? আমার তা মনে হয়না। উত্তরটা ঠিক এই জায়গায় লুকিয়ে আছে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে দেশের ক্রিকেট প্রশাসন যোগ্য ব্যক্তির হাতে রয়েছে। যারা যানে এই সময়ে ঠিক কি করতে হবে।'' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বর্ড প্রেসিডেন্ট হতেই পরতে পরতে নাটকীয় মোড় বদল। এখন দেখার বোর্ডে সৌরভময় জাদু কতটা সফ্লতার মুখ দেখে ফেলে।বোর্ডের মসনদে অভিষেক হওয়ার পর থেকেই শুভেচ্ছা-অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছেন ''প্রিন্স অফ ক্যালকাটা''। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দেশের অন্যতম সফল অধিনায়কের হাতে ভারতীয় ক্রিকেটের গুরুদায়িত্ব সঁপতেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে দেশের ক্রিকেটমহল। দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে ব্যাপ্তি ছড়িয়েছে বিদেশেও। বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হিসেবে সৌরভের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার ইঙ্গিত দিয়েছেন অভিজাত মেরিলিবোন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের প্রথম নন-ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট অর্থাত প্রাক্তন শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারা।শুক্রবার সিএবি''র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভিডিওবার্তার মাধ্যমে মহারাজের কাছে অভিনন্দন পৌঁছে দিয়েছিলেন গ্রেম স্মিথ, কেভিন পিটারসন, ব্রায়ান লারারা। কিন্তু ততক্ষণ অবধি তালিকায় ছিলেন না ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ রবি শাস্ত্রী। অ্যাডভাইসরি কমিটিতে থাকাকালীন সৌরভের সঙ্গে শাস্ত্রীর মতানৈক্যের কথা দেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের অজানা নয়। ২০১৬ অ্যাডভাইসরি কমিটি কর্তৃক বিরাটদের কোচের পদপ্রার্থী শাস্ত্রীকে সরিয়ে অনিল কুম্বলেকে কোচ নির্বাচন করার বিষয় হোক কিংবা অন্যান্য ইস্যু, সৌরভের সঙ্গে খোটাখুটি লেগেই ছিল শাস্ত্রীর। অবশেষে মৌনতা ভেঙে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য শাস্ত্রীয় অভিনন্দন পেলেন মহারাজ।টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাতকারে বিরাটদের কোচ জানালেন, ''বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে বসার জন্য সৌরভকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁর অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করে ভারতীয় ক্রিকেট সঠিক দিশাতেই এগোচ্ছে।'' এখানেই শেষ নয়। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রেসিডেন্ট সৌরভ প্রসঙ্গে শাস্ত্রীর আরও সংযোজন, ''সৌরভের মধ্যে বরাবরই নেতৃত্ব প্রদান করার একটা সহজাত ক্ষমতা রয়েছে। তার উপর প্রশাসক হিসেবেও বর্তমানে চার-পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা ওর ঝুলিতে। সুতরাং, বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদে সৌরভের আসীন হওয়া আসলে ভারতীয় ক্রিকেটেরই জয়।''একইসঙ্গে বিরাটদের কোচ জানান, ''বর্তমান পরিস্থিতিতে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। উন্নয়নের রাস্তায় হাঁটতে হলে বিসিসিআই''কে বেশ কিছু সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সৌরভের জন্য আমার অনেক শুভেচ্ছা রইল।'' পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট হয়েই আইসিসি''র থেকে বকেয়া অর্থ আদায়ের বিষয়ে মহারাজ যে সুর চড়িয়েছেন, সেই বিষয়টিকেও সমর্থন জানিয়েছেন শাস্ত্রী।সাক্ষাতকারে বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির পাশে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রী সমালোচকদের একহাত নিতেও পিছপা হননি। ধোনির অবসর চেয়ে যারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তাঁদের তিরস্কার করে বিরাটদের কোচ বলেছেন, ধোনির অ্যাচিভমেন্টের ঝুলিতে যা যা রয়েছে, তাতে ধোনি নিজের ইচ্ছামতো অবসর নেবে।

ভারত সফরে আসছেন না তামিম ইকবাল

ঢাকা : স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। এই সময় তাঁর পাশে থাকার জন্য ভারত সফরে আসছেন না বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য বাঁ হাতি ওপেনার তামিম ইকবাল। তাঁর বদলে টি-২০ সিরিজের দলে সুযোগ পেয়েছেন ইমরুল কায়েস। টেস্ট সিরিজে অবশ্য এখনও তামিমের পরিবর্ত ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা হয়নি।বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মুখ্য নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন জানিয়েছেন, ''তামিম এর আগে আমাদের জানিয়েছিল, কলকাতায় দ্বিতীয় টেস্টে ও খেলতে পারবে না। কিন্তু এখন ও জানিয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহ স্ত্রীর পাশে থাকবে। সেই কারণে ভারত সফরে যাচ্ছে না তামিম। ওর বদলে টি-২০ দলে নেওয়া হয়েছে ইমরুল কায়েসকে।'' পাঁজরে চোট রয়েছে তামিমের। তিনি সম্প্রতি ফর্মেও নেই। জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কা সফরের পর থেকেই জাতীয় দলের বাইরে এই ব্যাটসম্যান। তিনি দেশের মাটিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট ও টি-২০ সিরিজে খেলেননি। এবার ভারত সফরেও আসছেন না তিনি।

সভাপতির চেয়ারে সৌরভকে মানিয়েছে, বলছেন বিশ্বনাথ

প্রশ্ন: সৌরভ গাঙ্গুলির প্রথম ইংল্যান্ড সফরের সময় আপনিই তো নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান?গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ: দিল্লিতে কীভাবে সৌরভ শেষমুহূর্তে দলে এসেছিল, সেটা তো একটা থ্রিলার! অলরাউন্ডারের কোটায় সৌরভকে বিলেতে পাঠানো হয়েছিল। প্রশ্ন: অধিনায়ক আজহারউদ্দিন চাননি সৌরভকে। ম্যানেজার সন্দীপ পাটিলও বিরোধিতা করেছিলেন। শেষমুহূর্তে নির্বাচকদের চাপাচাপিতে সৌরভ যখন দলে ঢোকেন, তখন তো আজহার রেগে একজন ফটোগ্রাফারের দিকে তেড়ে গিয়েছিলেন।বিশ্বনাথ: হ্যাঁ। কোনওরকমে আমরা আজহারকে আটকেছিলাম। সৌরভ কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলি হয় লর্ডসে অভিষেকে সেঞ্চুরি করার পর। আগে যারা ওকে দেখেনি, তারা ধারণা করতে পারেনি ওর প্রতিভার। সব সমালোচক চুপ হয়ে গিয়েছিল লর্ডসের পর নটিংহ্যামেও সেঞ্চুরি করায়। শুনেছি, লর্ডসে সেঞ্চুরির পরেই গোটা ড্রেসিংরুমের মন জয় করে নিয়েছিল। দল নির্বাচনের পর অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার জানতে চেয়েছিল, সৌরভ ঢুকল কী করে? নটিংহ্যাম টেস্টের পর তারা আর ফোন করেনি। চেয়ারম্যান হিসেবে খুব খুশি হয়েছিলাম। অনেকটা ডার্ক হর্সের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো। অ্যান্ড সৌরভ ইজ আ চ্যাম্পিয়ন। (হাসতে হাসতে) নির্বাচন কমিটিতে ওর প্রথম চেয়ারম্যান ১০০ টেস্ট খেলেনি। আর সৌরভ ১১৩ টেস্ট খেলে দিল! আমরাও ভাবিনি, সৌরভের ভেতরে এতটা আগুন ছিল। প্রশ্ন: ভেবেছিলেন এই সৌরভ কখনও বোর্ড প্রেসিডেন্ট হবেন?বিশ্বনাথ: না। ধীরে ধীরে দলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর যেভাবে ও নিজেকে পরিণত করেছে, সেটা তুলনাহীন। বোর্ড সভাপতি হতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা লাগে।

ভেতরের ইচ্ছেটা তো কখনও প্রকাশ করেনি সৌরভ। অথচ নিঃশব্দে বোর্ড প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল। ১১৩ টেস্ট ম্যাচ খেলা কোনও ক্রিকেটার আগে কখনও বোর্ড প্রেসিডেন্ট হয়নি। সৌরভের হাত ধরে শুরু হল নতুন যুগ। দায়িত্ব নিয়েই যেভাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলো সংক্ষেপে বলছে, তা---ও অনবদ্য। কথা বলে চমৎকার। বোর্ড প্রেসিডেন্টের চেয়ারে সৌরভকে বেশ মানিয়েছে।প্রশ্ন: বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে সৌরভ কেমন হবেন?বিশ্বনাথ: ভালই হবে। বুদ্ধিমান ক্রিকেটার। সাধে কি আর এমসিসি---র ক্রিকেট কমিটিতে ডাক পায়! সিএবি—র সেক্রেটারি হওয়ার পর প্রশাসক হওয়ার ইচ্ছেটা জানা গিয়েছিল। এখন আমাদের সবার ক্যাপ্টেন। আমি নিশ্চিত, অদূর ভবিষ্যতে প্রশাসক হিসেবে আরও বড় হবে। নামডাক হবে। ভারতীয় ক্রিকেটের স্বার্থে শুধু সৌরভের জন্য কুলিং অফ পিরিয়ড তুলে দেওয়া উচিত। প্রশ্ন : সৌরভ লর্ডসে সেঞ্চুরি পাওয়ার পর কী করেছিলেন?বিশ্বনাথ: অনেক বন্ধু ফোন করেছিল। চার সতীর্থ নির্বাচকও ফোন করেছিল। বাড়িতে খেলা দেখছিলাম। সন্ধের মুখে সেঞ্চুরির স্ট্রোকটা এসেছিল। কতগুলো অসাধারণ কভার ড্রাইভ মেরেছিল। কেউই আশা করেনি, ভেতরে ভেতরে এতটা উন্নতি করে ফেলেছিল। মনে হয়নি প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেছিল। একেবারেই নার্ভাস মনে হয়নি। এমন ক্রিকেটারকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক।

নয় গোলে ইতিহাস গড়ল লেস্টার সিটি

লন্ডন: এক নয়, দুই নয়, চার নয়। একেবারে গুনে গুনে বিপক্ষের জালে ন''বার বল জড়াল লেস্টার সিটি। শুক্রবার প্রিমিয়র লিগে সাউদাম্পটনকে ৯-০ গোলে হারিয়ে রেকর্ডবুকে নাম তুলে ফেলল ব্রেন্ডন রজার্সের ছেলেরা। প্রিমিয়র লিগে সর্বাধিক ব্যবধানে জয়ের নিরিখে এদিন ''৯৫ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের রেকর্ডে ভাগ বসাল তাঁরা। একইসঙ্গে অ্যাওয়ে ম্যাচে সর্বাধিক ব্যবধানে জয়ের নিরিখে নয়া রেকর্ড সেট করল ২০১৫-১৬ প্রিমিয়র লিগ চ্যাম্পিয়নরা।লেস্টারের বিরাট জয়ে এদিন জোড়া হ্যাটট্রিক করলেন অ্যায়োজ পেরেজ ও অধিনায়ক জেমি ভার্ডি। পাশাপাশি এই জয়ের ফলে লিগ টেবিলে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল ''ফক্স''রা। হেলিপ্যাড দুর্ঘটনায় ক্লাবের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা মালিক ভিচাই শ্রীবদ্ধনাপ্রভার মর্মান্তিক মৃত্যুর বর্ষপূর্তির ঠিক দু''দিন আগে যেন জ্বলে উঠল জেমি ভার্ডি অ্যান্ড কোং। ১০ মিনিটে বেন চিলওয়েলের দুরন্ত ভলিতে এদিন গোলের লকগেট খোলে লেস্টার। অ্যায়োজ পেরেজের দুরন্ত শট বিপক্ষ গোলরক্ষকের দস্তানায় প্রতিহত হলে ফিরতি বল জালে রাখেন চিলওয়েল।১২ মিনিটে লাল কার্ড দেখে রায়ান বারট্র্যান্ড মাঠ ছাড়তেই ম্যাচের বাকি সময়টা নিউমেরিক্যাল সুপ্রিমকে দারুণভাবে কাজে লাগায় লেস্টার। সাত মিনিট বাদে গোলের খাতায় নাম তোলেন ইউরি টিয়েলমানস। ১৯ মিনিটে দলের হয়ে তৃতীয় ও ব্যক্তিগত প্রথম গোলটি করেন পেরেজ। ৩৯ মিনিটে পেরেজ ও ৪৫ মিনিটে অধিনায়ক ভার্ডির গোলে প্রথমার্ধেই ৫ গোলে লিড নেয় লেস্টার। গতির সঙ্গে ফক্সদের ধ্বংসাত্মক ফুটবল সাউদাম্পটন তিনকাঠির নীচে দস্তানা হাতে নীরব দর্শক বানিয়ে রাখে অ্যাঙ্গাস গুনকে। লজ্জার হারের ভ্রুকুটি গ্রাস করে সাউদাম্পটনকে।দ্বিতীয়ার্ধের আগে দলের ছেলেদের প্রতি কোচ রজার্সের বার্তা ছিল, ''মনে কর খেলার ফল এখনও গোলশূন্য।'' ম্যানেজারের এই পেপটকেই দ্বিতীয়ার্ধে সমান উজ্জীবিত ফুটবল খেলে লেস্টার সিটি ফুটবলাররা। ৫৭ মিনিটে নিজের তৃতীয় গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন পেরেজ। এরপর ৫৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোল ও শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করার পাশাপাশি সর্বকালীন রেকর্ড ছোঁয়ার গোলটি করেন ভার্ডি। মাঝে ৮৫ মিনিটে জেমস ম্যাডিনসনের নিখুঁত ফ্রিকিকও সাউদাম্পটনের হতাশ বাড়িয়ে তিনকাঠিতে প্রবেশ করে।

নির্বাচকরা প্রথমবারে তাঁকে বাতিল করে দিয়েছিলেন, বললেন সচিন তেণ্ডুলকর

তাঁকে ক্রিকেটের ঈশ্বর বলতেও অনেকে দ্বিধা করেননি। টেস্ট ক্রিকেটে প্রায় ১৬ হাজার আর একদিনের আন্তর্জাতিকে সাড়ে ১৮ হাজারের কাছাকাছি রান। এই সচিন তেণ্ডুলকরকেও প্রথমবার ট্রায়ালে বাতিল করে দিয়েছিলেন নির্বাচকরা। সেই কথা বললেন সচিন তেণ্ডুলকর নিজেই। পশ্চিম মহারাষ্ট্রের ''লেট লক্ষ্মণ রাও দুরে স্কুলে''র পড়ুয়াদের সচিন বলেন, ''আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমার মনে একটাই কথা ছিল, ভারতের হয়ে আমাকে খেলতে হবে। আমার সেই সফর শুরু ১১ বছর বয়সে। আমার এখনও মনে আছে যে আমি ভালো ব্যাট করলেও তা আশানুরূপ ছিল না, তাই নির্বাচকরা আমায় মনোনীত করেননি, তখন আমি খুব হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু তার পরে আমার একাগ্রতা, জেদ ও কঠোর পরিশ্রম আরও বেড়ে গেল। যদি তোমাদের মনে কিছু করার ইচ্ছা থাকে, তা হলে শর্ট কার্টে কাজ হবে না। '' রাজ্যসভার সাংসদ থাকাকালীন সচিন তেণ্ডুলকর তাঁর এলাকা উন্নয়নের অর্থের একাংশ এই স্কুলকে দেন। সেই অর্থেই স্কুলের তিনটি শ্রেণিকক্ষ হয়েছে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি মঞ্চ তৈরি হয়েছে। উপস্থিত পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য করে সচিন বলেন, ক্রিকেটার হিসাবে আমার সব সাফল্য আমার পরিবারকে, পরিবারের সকলকে উতসর্গ করছি। পরিবার বলতে আমি প্রথমেই বলব আমার মা-বাবা, আমার ভাই অজিত ও বড়ভাই নীতিনের উতসাহ দেওয়ার কথা। নীতিন সাধারণত সামনে আসেন না। বিয়ের পরে আমার দিদি পুণেতে চলে যায়, সেও আমাকে উতসাহিত করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার প্রথম ক্রিকেট ব্যাটটা দিদিই আমাকে দিয়েছিল। বিয়ের পরে অঞ্জলি (স্ত্রী) এবং সারা ও অর্জুন (দুই সন্তান) আমাকে উতসাহ দিয়েছে। এই তালিকায় আমার মামা-মাসী, কাকা-পিসিরাও আছেন। আর একজনের কথা অবশ্যই বলতে হবে, (রমাকান্ত) আচরেকর স্যার। '' সারা বিশ্বে সচিনই একমাত্র ক্রিকেটার যিনি একশোটি শতরান করেছেন (টেস্ট ও ওয়ান ডে মিলিয়ে)। জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ সচিন খেলেছেন তাঁর ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে অধিনায়কত্বও করেছেন তিনি, তবে তা খুবই কম সময়ের জন্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বেশ কয়েকটি বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী সচিন। স্কুলজীবন থেকেই তাঁর বিশ্বরেকর্ড গড়া শুরু। টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটের পাশাপাশি টি-২০ ক্রিকেটও খেলেছেন সচিন। আন্তর্জাতিক ম্যাচ কম খেললেও ঘরোয়া আইপিএলে তিনি খেলেছেম মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে। শচিনের ছেলে অর্জুন এখন ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন।

স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে দোষী সলমন বাটকে জাতীয় দলে ফেরাতে চান মিসবা

স্পট ফিক্সিংয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেল খাটা পাক ক্রিকেটার সলমন বাটের জাতীয় দলে ফেরার সম্ভাবনা বাড়ছে। হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। তাঁকে জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন খোদ পাকিস্তানের জাতীয় ক্রিকেট দলের নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাচক এবং কোচ মিসবা উল হক। স্পট ফিক্সিংয়ে জড়িয়ে পড়ার দরুণ যে নিষেধাজ্ঞা ছিল বাটের ক্রিকেট কেরিয়ারে। তা উঠে গেছে ২০১৬ সালেই। তারপর থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে রান পাচ্ছেন বাট। তারই সুবাদে জাতীয় দলের দরজা আবারও খুলতে পারে তাঁর জন্য। পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যমে মিসবা জানান, 'শান মাসুদ, ইমাম—উল—হক, আবিদ আলি—সহ যাঁরা ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করছেন এবং সেই সঙ্গে যাঁদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার অভিজ্ঞতা আছে তাদের সবাইকে বিবেচনায় আনা হবে। সলমন বাটের নামও বিবেচনা করা হচ্ছে। তরুণদের মধ্যে যাঁরা আছেন তারা ক্লিক না করলে সলমন বাট আবারও জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারেন।' যদিও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাটের পুনরায় জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তি সামগ্রিক ভাবে জাতীয় দল এবং অন্যান্য তরুণ ক্রিকেটারদের ভালো পারফরম্যান্সে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নেটদুনিয়ায় ফের ভাইরাল ধোনিকন্যার কীর্তি

ভারতীয় ক্রিকেটে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভবিষ্যত কী? ফের কবে তাঁকে দেখা যাবে জাতীয় দলের জার্সিতে? বৃহস্পতিবার বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোহলি ও নির্বাচকদের বৈঠকেও সে জল্পনার ইতি ঘটেনি। কিন্তু সেসব নিয়ে যে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না ধোনি, তা তাঁর কাজকর্মেই স্পষ্ট। ঝাড়খণ্ডের রাজপুত্র রয়েছেন আপন মেজাজে। কখনও ভারতীয় ড্রেসিংরুম থেকে ঘুরে যাচ্ছেন তো কখনও ব্যস্ত পরিবারের সঙ্গে।মেয়ে জিভার সঙ্গে নানা কাণ্ড কারখানার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সময় নিজেই পোস্ট করেন মাহি। কখনও বাবাকে পুষ্টিকর খাবার খাইয়ে দেয় ছোট্ট জিভা, আবার কখনও বাবার সঙ্গে নানা ভাষায় কথা বলে সে। এবার বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গাড়ি ধুতে দেখা গেল ধোনিকন্যাকে। হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। এতটুকু বয়সে বাবাকে দেখে মোটামুটি সব কাজই শিখে গিয়েছে জিভা। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। যেখানে ধোনির সঙ্গে সবুজ রঙের নিশান জঙ্গা জিপটি ধুচ্ছে জিভাও। খুদে হাতে পরিষ্কার করছে জিপের দরজা। ধোনি লেখেন, ''অল্প সাহায্যই অনেকটা স্পেশ্যাল হয়ে ওঠে। আর সেটি বড় গাড়ি হলে তো কথাই নেই।'' বাবা-মেয়ের ভিডিওটি এখন নেটদুনিয়ায় চর্চায়। ধোনির মতোই যে জিভাও সর্বগুণসম্পূর্ণা হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে নেটিজেনদের অন্তত কোনও সন্দেহ নেই।

ভারতীয় ব্যাটসম্যানকে নিউজিল্যান্ডের দলে দেখতে চান ড্যানিয়েল ভেত্তরি

নিউজিল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ড্যানিয়েল ভেত্তরিকে ভারতে যথেষ্ট পছন্দ করা হয়। সম্প্রতিই তিনি ইএসপিএনের সঙ্গে একটি র্যা পিড ফায়ার রাউন্ড খেলেছেন, যেখানে তিনি বেশকিছু ইন্টারেস্টিং কথা জানিয়েছেন। এই র্যাফপিড ফায়ারে ড্যানিয়েল ভেত্তরি ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি, যার সঙ্গে তিনি আইপিএলে কাজ করেছেন, তাকে নিউজিল্যাণ্ড দলে রাখার কথা বলেছেন।সুযোগ পেলে বিরাট কোহলিকে বাছবেন ভেত্তরি নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার খেলোয়াড় ড্যানিয়েল ভেত্তরি ইএসপিএন ক্রিকইনফোর সঙ্গে র্যাডি রাউন্ড ফায়ার খেলেছেন। তাতে খন ভেত্তরিকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে যদি তাকে অন্য কোনো দেশ থেকে একটি খেলোয়াড়কে নিজের দলে বাছার সুযোগ দেওয়া হয় তো তিনি কাকে বাছবেন। এই প্রশ্নে ভেত্তরি কোনো সময় নষ্ট না করে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলির নাম নিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি তিন ফর্ম্যাটের মহান ব্যাটসম্যান। আপনাদের জানিয়ে দিই যে ড্যানিয়েল ভেত্তরি আইপিএলের ফ্রেঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুতে বিরাট কোহলির অধিনায়কত্বে খেলোয়াড় আর কোচিং স্টাফ হিসেবে ৬টি মরশুম পর্যন্ত কাজ করেছেন। এই কারণে অলরাউন্ডার খেলোয়াড় বিরাটের সঙ্গে অনফিল্ড এবং অফফিল্ড যথেষ্ট দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন।রাহুল দ্রাবিড়ের সামনে বোলিং করা মুশকিলঅলরাউন্ডারের কাছে যখন প্রশ্ন করা হয় যে কোন ব্যাটসম্যানের সামনে বোলিং করতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়েছে তো ভেত্তরি টিম ইন্ডিয়ার তারকা রাহুল দ্রাবিড়ের নাম নিয়েছেন। আর যখন ভেত্তরিকে প্রশ্ন করা হয় যে আইপিএলে দলে খেলা মুশকিল মনে হয়েছে নাকি কোচিং করানো. তো ভেত্তরি কোচিং করানোকে মুশকিল বলে জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে ড্যানিয়েল ভেত্তরি ডাল মাখখনিকে নিজের ফেবোরিট খাবার বলেছেন।ভেত্তরির ক্রিকেট কেরিয়ারনিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড় ড্যানিয়েল ভেত্তরি টেস্ট ক্রিকেটে ১১৩টি ম্যাচে ৩০.০০ গড়ে ৪৫৩১ রান করেছেন আর ৩৬২টি উইকেট নিয়েছেন। ওয়ানডে ক্রিকেটে ২৯৫টি ম্যাচে ১৭.৫৩ গড়ে ২২৫৩ রান আর ৩০৫টি উইকেট নিয়েছেন। টি-২০তে ৩৪টি ম্যাচে তিনি ২০৫ রান আর ৩৮টি উইকেট নিয়েছেন।এখানে দেখুন ড্যানিয়েল ভেত্তরির পুরো র্যাপিড ফায়ার

বাংলাদেশের অধিনায়ককে আইনী নোটিশ

বোর্ডকে না জানিয়ে একটি মোবাইল কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করায় বাংলাদেশের অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে আইনি নোটিশ দেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি। একথা জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। পাপন বলেন, ব্যবসায়িকভাবে এই ধরনের চুক্তি কোনওভাবেই সাকিব করতে পারেন না। এ ধরনের চুক্তিতে ৩ বছরে বোর্ডের প্রায় ৯০ কোটি টাকা লোকসান হয়ে যাবে। খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিসিবির চুক্তি অনুযায়ী, জাতীয় ক্রিকেট দলের চুক্তি হওয়া কোনও খেলোয়াড় ইচ্ছেমতো যে কোনও টেলিকম কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন না। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সাকিব বিসিবির কোনও অনুমতি না নিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল সংস্থা গ্রামীণ ফোনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগে বিসিবির বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরে ১৩ দফা দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘটে সাকিব আল হাসানসহ দেশের শীর্ষ ক্রিকেটাররা সামিল হয়েছিলে।

রাজ্য মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন অসমের প্রাক্তন ডিজিপি খগেন শর্মার, মুখ্যমন্ত্রীর শোক

গুয়াহাটি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে অসমের প্রাক্তন পুলিশ-প্রধান খগেন শর্মার নশ্বর দেহ। শনিবার বৈদিক বিধি অনুযায়ী নবগ্রহ শ্মশানে তাঁর পুত্র মুখাগ্নি করে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছেন দুঁদে পুলিশ অফিসার শর্মার। এর আগে প্রয়াত খগেন শর্মাকে সম্পূর্ণ রাজ্য মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানো হয়েছে। এদিকে প্রাক্তন পুলিশ-প্রধানের প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

শোক ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, জীবদ্দশায় একান্ত নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকভাবে দক্ষতার সঙ্গে অসম পুলিশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। খগেন শর্মার মতো একজন দক্ষ পুলিশ অফিসারের মৃত্যু রাজ্যের সমাজজীবনের অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রয়াত শর্মার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

আজ প্রয়াত খগেন শর্মার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে নবগ্রহ শ্মশানে ছিলেন পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার-সহ অসম পুলিশের বহু শীর্ষ আধিকারিক এবং গুণমুগ্ধগণ। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত খগেন শর্মা শুক্রবার রাত সাতটায় গুয়াহাটির দিশপুরে অবস্থিত সানভ্যালি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। ১৯৮২ ব্যাচের অসম-মেঘালয় ক্যাডারের আইপিএস আধিকারিক খগেন শর্মা ৩৩ বছর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। রাজ্যের উগ্রপন্থী, বিশেষ করে আলফা, এনডিএফবি দমনে তাঁর কৃতিত্ব রাজ্যের জনসাধারণ আজীবন মনে রাখবেন।

শনিবার আখাউড়া চেকপোস্টে বিএসএফ জওয়ানদের দীপাবলি পালন। ছবি- প্রবীর দাস।

মদ্যপ অবস্থায় প্রতিবেশীর বাড়িত উঁকি দেওয়ার অভিযোগে সালিশীতে গনধোলাই যুবককে, গ্রেফতার এক

গোয়ালতোড়, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : গ্রামের যুবক লালচাঁদ চৌরা, বেশিরভাগ সময়েই মদ্যপ অবস্থায় থাকে । গত একমাস আগে একবার মদ্যপ অবস্থায় রাস্তার পাশে প্রতিবেশীর বাড়িতে উঁকি মেরে দেখেছিল । বাড়ির লোকজন তা দেখতে পেয়ে ধরে ফেলে লালচাঁদকে । চোর মনে করে তাকে ধরে পাড়ার লোকজন জরিমানা করে । খেটে খাওয়া শ্রমীক ওই যুবকের দু লক্ষ টাকা জরিমানা করে পাড়ার মোড়লরা । না মেটাতে পারায় শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক প্রহার করা হল সালিশী সভাতে ।উদ্ধার করল পুলিশ ।

জানাযায় প্রায় এক মাস আগে মদ্যপ অবস্থায় গ্রামেরই এক বাড়িতে রাতের অন্ধকারে উঁকি মারার অভিযোগ উঠে লালচাঁদ এর বিরুদ্ধে। বাড়ি মালিকের অভিযোগ চুরি করার চেষ্টা করেছিল সে । তবে চুরি হয় নি । এই অপরাধে গ্রামের মোড়লরা কয়েকবার সালিশি সভা ডেকে দু লাখ টাকা জরিমানা করে লালচাঁদের। না হলে কড়া শাস্তি হবে বলে জানায় তাঁরা । কিন্তু খেটে খাওয়া পরিবারের লালচাঁদ তা মেটাতে পারেনি । শুক্রবার রাতে গ্রামের মোড়লরা ফের ডাকে সালিশ। টাকা দিতে পারবেনা বলে লালচাঁদের পরিবারের কেউই হাজির হয় নি সালিশীতে ।

সালিশি সভায় লালচাঁদ না আশায় রাতে বেশ কিছু যুবক তার বাড়িতে চড়াও হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়ির দরজা ভেঙ্গে লালচাঁদ কে বাইরে বের করে । দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে মারধর করে বলে অভিযোগ লালচাঁদের স্ত্রী রুমা চৌরার। শুধু তাই নয় লালচাঁদকে লোহার রড দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ।ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যায় গোয়ালতোড় থানার পুলিশ। পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় লালচাঁদ কে উদ্ধার করে গোয়ালতোড় কেওয়াকোল হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার জন্য। ঘটনায় অভিযুক্ত দের খোঁজে রাতেই পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। এই ঘটনায় লালচাঁদের বাবা নিমাই চৌরা গোয়ালতোড় থানায় ১৯ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছে ।পুলিশ অমিত দে নামে এক জনকে গ্রেফতার করেছে জড়িত থাকার অভিযোগ।

দূষণমুক্ত দীপান্বিতা পালনের ডাক মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দর

গুয়াহাটি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষ্যে রাজ্যের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দীপাবলি হচ্ছে অমানিশার আঁধার কেটে আলোর উৎসব। সমাজের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অপশক্তি-অশান্তি, দুর্নীতির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে এই উৎসব জনসাধারণের মধ্যে এক নয়া প্রত্যয়ের সূচনা করে। এরই পরিপ্রোক্ষিতে দীপান্বিতার এই শুভক্ষণে আঁধারের প্রতীক অপশক্তি ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনতাকে সজাগ হয়ে সমাজকে আরও স্পন্দনশীল এবং গতিশীল করতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি সবুজ ও পরিবেশ অনুকূল, দূষণমুক্ত এবং সর্বোপরি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অসম গড়তেও জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। দীপান্বিতা উদযাপনের নামে বায়ুমণ্ডল যাতে প্রদূষিত না হয় সে জাতীয় সামগ্রী ব্যবহার না করার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, জনসাধারণের সহায়তা ছাড়া অসমকে একটি প্রদূষণমুক্ত রাজ্য হিসেবে দাঁড় করতে পারবে না সরকার। তাই, দীপাবলি উৎসবে পরম্পরাগত মাটির প্রদীপ জ্বালাতেও জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

সংবিধানে ৩৭০ ধারা যুক্ত করা কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ভুল ছিল, দাবি রাম মাধবের

জম্মু, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : অগণতান্ত্রিক উপায়ে কংগ্রেস সংবিধানে ৩৭০ ধারা যুক্ত করে ঐতিহাসিক ভুল করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গণতান্ত্রিক উপায়ে তা বিলুপ্ত করে সেই ভুল সংশোধন করেন। জম্ম ও কাশ্মীর এবং ভারতবাসীর হিতসাধনের জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তিনি। শনিবার জম্মুতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানিয়েছেন বিজেপি নেতা রাম মাধব।

ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ন্যাস ট্রাস্টের তরফে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে রাম মাধব জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির জন্য সই করেছিলেন রাজা হরি সিং। ৩৭০ ধারা সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। হরি সিং, তা কোনও দিনও কল্পনা করেওনি।

সেখ আবদুল্লা এবং জওহরলাল নেহেরু ৩৭০ ধারার জন্ম দেন। জম্মু ও কাশ্মীর এবং ভারতের হিতের জন্য নরেন্দ্র মোদী ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি করেন।

এতে করে জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নের অধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছে। তৎকালীন কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির সংবিধানে ৩৭০ ধারা সংবিধানে যুক্ত করার বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু নেহেরু জোর করে তা যুক্ত করেন।

আখাউড়া সীমান্তে সীমান্ত রক্ষীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর ।। প্রতি বছরের মতো দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে আখাউড়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দায়ত্বরত উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মিষ্টি বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আখাউড়া সীমান্তে বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) জওয়ানরা নিজ নিজ দেশের জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে নামানোর পর এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উভয় দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাস করা সাধারণ মানুষও উপস্থিত ছিলেন। এসময় দু'দেশের সীমান্তররক্ষী বাহিনীর কর্মকর্তারা জানান, নানা অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমই দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে মৈত্রী ও বিশ্বাসের সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। দীপাবলির পাশাপাশি ইংরেজি নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ, ঈদ, বাংলাদেশের বিজয় দিবস, বিজয়া দশমীসহ বিভিন্ন উৎসবে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়ে থাকে।

এফসিআই'র মাধ্যমে ধান ক্রয়

রাজ্যের জনগণের কাছে পৌছানোর উদ্যোগ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ অক্টোবর ।। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কৈলাসহর মহকুমায় এফসিআই এর মাধ্যমে ক্রয় করা ধান থেকে উৎপাদিত চাল রেশন সপের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় শনিবার। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হওয়ার পরে নবগঠিত বিজেপি সরকার রাজ্যের কৃষকদের বিশেষ করে ধান চাষীদের উৎসাহিত করতে ও তাদের আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান করার উদ্দেশ্যে রাজ্যে এফসিআই-এর মাধ্যমে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা করে। রাজ্য থেকে কেনা ধান রাজ্যেরই বিভিন্ন রাইস মিলে ভাঙানোর পর সেই চাল রেশন সপের মাধ্যমে পুনরায় রাজ্যের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতে এই প্রক্রিয়া অনেক আগে শুরু হলেও অপেক্ষাকৃত একটু বিলম্বে শুরু হয় ঊনকোটি জেলায় এই প্রক্রিয়া। কৈলাসহর মহকুমায় চলতি বছরের জুলাই মাসে কৈলাসহর ও পানিসাগর এলাকার ধান চাষীদের কাছ থেকে মোট ৮১ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করা হয় ১৭ টাকা ৫০ পয়সা দরে। কৈলাসহরের কৃষ্ণচন্দ্র রাইস মিলের মাধ্যমে ধান ভাঙিয়ে চাল কৈলাসহর পুর এলাকার রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলো শনিবার থেকে। শনিবার কৈলাসহর মহকুমার খাদ্য আধিকারিক পরিমল মজুমদার ও কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২৫ মেট্রিক টন অর্থাৎ ২৫০ কুইন্টাল চাউল তিনটি রেশন ডিলারের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বাকি চাউলগুলি ও অন্যান্য রেশন ডিলারের মাধ্যমে বণ্টন করা হবে। স্থানীয়ভাবে ধান ক্রয় ও স্থানীয় ডিলারদের মাধ্যমে বণ্টন এর ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় কৃষকরা উপকৃত হচ্ছে তেমনি রেশন ভোক্তারা গুণগত মানের চাল পাচ্ছে। কারণ স্থানীয়ভাবে ধান ক্রয় ও ভাঙানোর পর বণ্টন এর ফলে খুব অল্পসময়ে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাতে চালের গুণগতমান সঠিকভাবে বজায় থাকে। এতদিন বহির্রাজ্য থেকে ছয়ের পাতায় দেখুন

পাথারকান্দিতে বজ্রপাতে হত কাকা, আহত ভাতিজা শোকগ্রস্ত এলাকা

পাথারকান্দি (অসম), ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : ঝির ঝিরে বৃষ্টি। এরই মধ্যে নিজের ভাতিজাকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে গরু চরাতে গিয়ে আর ঘরে ফেরা হল না এক হতভাগ্য কৃষক কাকার। অকাল বর্ষণের সঙ্গে ভয়াবহ বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে কৃষক নিজাম উদ্দিনের (৪৫)। প্রয়াতের বাড়ি পাথারকান্দি থানাধীন আসিমগঞ্জ এলাকার দক্ষিণ হাটখলা গ্রামে। আহত ভাতিজার নাম খালেদ আহমেদ (১৩)। সে বর্তমানে করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পাথারকান্দি বাইপাসের পাথারকান্দি-আসিমগঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে এই শোকাবহ ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে, অন্যদিনের মতো আজও পাথারকান্দি থানাধীন দক্ষিণ হাটখলা গ্রামের নিজাম উদ্দিন তাঁর ভাতিজা খালেদকে সঙ্গে নিয়ে বাইপাস এলাকায় গরু চরাতে আসেন। দুপুরে হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর এক বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নিজাম উদ্দিনের। অন্যদিকে বজ্রপাতে খালেদ আহমদের শরীরের অগ্রভাগের ওপরের অংশ ঝলসে গেছে। পরে স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে আহত খালেদকে পাথারকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক ছয়ের পাতায় দেখুন

সাংসদের হাত ধরে কালীপূজার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ অক্টোবর ।। পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের হাত ধরে উদ্বোধন হলো ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সামাজিক সংস্থা আয়োজিত কালীপূজা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ভগবান দাস, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি শ্যামল দাস, কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বুলবুল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সামাজিক সংস্থা এবারই প্রথমবারের মতো কালীপুজোর আয়োজন করেছে। শুধুমাত্র পরিচয় নয়, তার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এই সংস্থাটি। শহরকে প্লাস্টিক ও আবর্জনা মুক্ত রেখে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুক্রবার একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত করেছিল। শনিবার দরিদ্রদের মধ্যে কম্বল ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। বিগত বন্যায় কৈলাসহরে যেসব নাগরিকরা স্বেচ্ছায় নিজেদের শ্রমদান করে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের সংবর্ধনা দেয়া হয় এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক দীপাবলিতে রাজ্যবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকের জীবনেই এ ধরনের উৎসব শান্তি ও সম্প্রীতির মেলবন্ধনকে আরও সমৃদ্ধ করে। সকাল থেকে ভারী বর্ষণের ফলে উদ্যোক্তাদের কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তথাপিও সাধারণের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। এবার তাদের পুজোর বাজেট চার লক্ষ টাকা। তৈরি হয়েছে কাল্পনিক মন্দির। আলোকসজ্জায় রয়েছে বহিরাগত শিল্পীরা। আগামীদিনেও এই সংস্থা বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ তাদের সদস্য সদস্যারা।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী

লখনউ, ২৬ অক্টোবর (হি.স.) : দীপাবলি উপলক্ষ্যে উত্তরপ্রদেশবাসীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি রাজ্যবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, দীপাবলি হচ্ছে অসত্য, অন্যায় এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ এবং বিজয়ের উৎসব। এই উৎসব হচ্ছে অন্ধকারের প্রতি প্রকাশ, কপটতা প্রতি সরলতা এবং সদ্ভাবনার বিজয়ের প্রতীক। লঙ্কা বিজয়ের পর ১৪ বছর বনবাসের পরে যখন ভগবান শ্রীরাম, মাতা সীতা এবং ভাই লক্ষণকে নিয়ে যখন অযোধ্যায় ফিরে আসেন তখন থেকে দীপাবলি উদযাপন হয়ে আসছে। তাঁদের ফিরে আসার ফলে অযোধ্যাবাসী হর্ষ, উল্লাসে মেতে ওঠে। অমাবস্যার সেই রাতে অযোধ্যাবাসী প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান। সেই পরম্পরাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজ্য সরকার অযোধ্যায় দীপোৎসব পালন করে চলেছে। এর মাধ্যমে গোটা বিশ্ব অযোধ্যার মহিমা বুঝতে পারছে। বাজি পোড়ানোর সময় সতর্ক এবং সংবেদনশীলতার পরিচয় দেওয়ার আহ্বান করেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।